খণ্ড ৬, সংখ্যা ২৪

১৬-৩০ জুন, ২০২৬

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

For e-copy

দ্বাদশ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

সুস্বাস্থ্যকর বিশ্বের জন্য

ভারতের শাশ্বত এক সূত্র

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস – শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণে এক আন্তর্জাতিক উদযাপন। এই দিনটি বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষকে এক শক্তিশালী মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত করে। আজ ভারতের এই প্রাচীন উপহার বিশ্বব্যাপী এক আন্দোলন গড়ে তুলেছে, যার মধ্য দিয়ে উন্নত জনস্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তির নতুন পথ উন্মুক্ত হয়েছে।

Follow Us @NISPIBIndia

গৌরবোজ্জ্বল চোল সাম্রাজ্য : ইতিহাস ও সংস্কৃতির গর্ব

প্রতি মাসে জনপ্রিয় বেতার অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর বার্তা আসে। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নাগরিকদের সঙ্গে একটি জনমুখী আলোচনা করে থাকেন। 'মন কি বাত'-এর ১৩৪তম পর্ব ৩১ মে সম্প্রচারিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কিছু পরামর্শ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। তিনি শ্রোতাদের প্রচুর জল খেতে বলেছেন। এছাড়াও শ্রী মোদী চোল সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সংস্কৃতি সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'মন কি বাত'-এর কিছু উল্লেখযোগ্য অংশ ...

- **জাতীয় রেকর্ড :** ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে ন্যাশনাল সিনিয়র অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সারা দেশ থেকে প্রায় ৮০০ অ্যাথলিট অংশ নিয়েছেন। এই প্রতিযোগিতা চলাকালীন চারটি ভিন্ন ভিন্ন ইভেন্টে চারটি জাতীয় রেকর্ড ভাঙা হয়েছে।

- **গরম থেকে বাঁচতে :** এই সময়, দেশের বেশিরভাগ জায়গায় খুব গরম পড়েছে। প্রচণ্ড রোদ, গরম হাওয়া, এই রকম আবহাওয়ায় নিজের প্রতি খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরি। প্রচুর জল পান করতে হবে। রোদে বেরোনো জরুরি হলে সাবধানে বেরোন। এব্যাপারে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর যে যে গাইডলাইনস দিয়েছে তা মেনে চলুন।

- **ছাতুর শরবৎ :** বিহার ঝাড়খণ্ড, পূর্ব উত্তরপ্রদেশে ছাতুর সরবৎ — একদম আলাদা। পেটও ভরে, শক্তিও দেয়।

- **তাম্র ফলক :** নেদারল্যান্ডস সফরকালে এক এমন মুহূর্ত আসে যা সমস্ত ভারতীয়দের গর্বে ভরিয়ে তোলে। নেদারল্যান্ডসে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে চোল রাজত্বকালীন প্রাচীন তাম্র ফলক ভারতকে প্রত্যর্পণ করা হয়।

- **জ্যোতির্বিজ্ঞান:** আমাদের এখানে সব প্রজন্মেরই জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে কৌতুহল রয়েছে। এর বিষয় নিয়ে চর্চার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে , আর আজকের যুব প্রজন্মও এব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখাচ্ছেন।

- **ডলফিন:** ডলফিন রেস্কিউ অ্যাম্বুলেন্সটিকে একটি ভ্রাম্যমান হাসপাতালের মতো করে তৈরি করা হয়েছে। এতে ডলফিনকে সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা আছে। তাদের অক্সিজেন দেবার ব্যবস্থা আছে, বিশেষ স্ট্রেচার আছে, জীবন রক্ষার নানা উপকরণ আছে, অর্থাৎ যদি কোনো ডলফিন আহত হয়, খালে আটকে যায় বা নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করা যাবে।

- **জীব বৈচিত্র:** যখন আমরা গাঙ্গেয় ডলফিনকে বাঁচাই, তখন শুধু যে একটি প্রজাতিকে বাঁচাই তা-ই নয়, আমরা গঙ্গার জীব বৈচিত্রকে বাঁচাই। এভাবে নদীর পুরো জীবনতন্ত্রকে বাঁচানো হয়, এবং আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্যে প্রকৃতির এক অমূল্য উত্তরাধিকারকে বাঁচিয়ে রাখা হয়।

- **পরিষেবা প্রদানে প্রচুর সম্পদের দরকার হয় না :** কেরলের আলুওয়া তে, সাজি ওয়ালাশেরিলজী পর্যন্ত ১৫ হাজারের ও বেশী মানুষকে সাঁতার শিখেছেন। এই প্রচেষ্টার পেছনে মন খারাপের একটি ঘটনা রয়েছে। কয়েক বছর আগে এক নৌকা দুর্ঘটনায় কিছু ছাত্রের মৃত্যু হয়। এই ঘটনা সাজিজির ভেতরটাকে ওলটপালট করে দেয়। সাজি ওয়ালাশেরিলজীর জীবন আমাদের এক মস্ত বড় শিক্ষা দেয়। সেবা করার জন্য অনেক বড় প্রচেষ্টার দরকার নেই -জরুরী হল এক সৎ ইচ্ছে এবং নিরন্তর প্রচেষ্টা।

- **দেশপ্রেমের ভাবনা :** গিরিজা আম্মাজী প্রায় ১৫ টি স্কুল চালান। এরমধ্যে চেন্নাইয়ের জয়গোপাল গরোডিয়া হিন্দু বিদ্যালয় খুবই উল্লেখযোগ্য। তার দেশভক্তির ভাবনা প্রত্যেক ভারতবাসীকে উৎসাহিত করতে পারে।

- **জনগণের ক্ষমতা:** ভারতের প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি শহরে, এরকম কিছু না কিছু ঘটে চলেছে যা আমাদের অনুপ্রাণিত অনেক সময়েই এই উদ্যোগগুলি নিয়ে বেশি চর্চা হয়না, কিন্তু যখন আমরা এগুলির বিষয়ে জানতে পারি, তখন এই বিশ্বাসটিই আরো মজবুত হয় যে দেশ তার আপনজনেদের শক্তিতেই এগিয়ে চলেছে

- **ভালো কাজ :** আমি চাই, আপনারাও নিজেদের চারপাশে এইসব উদ্যোগগুলির প্রতি নজর রাখুন। সমাজের জন্য যাঁরা ভালো কাজ করছেন, তাঁদের চিনে রাখুন, তাঁদের প্রশংসা করুন, তাঁদের থেকে শিখুন, আর সম্ভব হলে নিজেরাও কোনো ভালো কাজের সঙ্গে যুক্ত হন।

'মন কি বাত' শুনতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

খণ্ড ৬, সংখ্যা ২৪ | জুন ১৬-৩০, ২০২৬

প্রধান সম্পাদক
ধীরেন্দ্র ওঝা
প্রধান মহানির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো,
নতুন দিল্লি

মুখ্য উপদেষ্টা সম্পাদক
সন্তোষ কুমার

বরিষ্ঠ সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
পবন কুমার

সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
অখিলেশ কুমার
চন্দন কুমার চৌধারি

ভাষা সম্পাদক
সুমিত কুমার (ইংরেজি)
রজনীশ মিশ্র (ইংরেজি)
নাদিম আহমেদ (উর্দু)

সিনিয়র ডিজাইনার
ফুলচাঁদ তিওয়ারি

ডিজাইনার
অভয় গুপ্ত
সত্যম সিং

১৩টি ভাষায় নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে গেলে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের পুরনো সংস্করণগুলি পড়তে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in.archive.aspx

'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার'-এর নিয়মিত আপডেট পেতে অনুসরণ করুন
@NISPIBIndia

ভিতরের পৃষ্ঠায়

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

এই বছর, ২১ জুন ১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন। এটি এক বিশেষ মুহূর্ত। এই বছরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারও ১২ বছর পূর্ণ করল। জুন মাস তাই উদযাপনের মাস হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। |৮-১৭

পদ্ম পুরস্কার ২০২৬

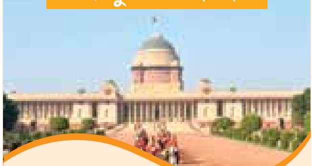

দেশনায়কদের সম্মান প্রদর্শন ...

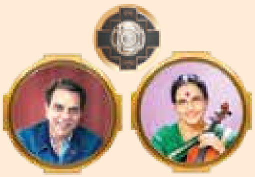

অসামরিক সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে দেশের ৬৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে ২০২৬-এর পদ্ম সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে |২২-২৭

সংবাদ সংক্ষেপ |৪-৫

ব্যক্তিত্ব : বিনীতা সোরেন
প্রথম ভারতীয় আদিবাসী মহিলা মাউন্ট এভারেস্টের শৃঙ্গে উঠেছেন |৬

নিয়মিত নজরদারি ও জন-ভাগীদারির ওপর গুরুত্ব আরোপ
প্রধানমন্ত্রী 'প্রগতি'র ৫১তম বৈঠকে পৌরোহিত্য করেছেন |৭

যুব সম্প্রদায়ের নিরন্তর উন্নয়ন : উন্নত ভারতের শক্তি
রোজগার মেলায় ৫১,০০০-এর বেশি নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে |১৮-১৯

খাদ্য সুরক্ষা ও পরিচ্ছন্ন পরিবহণ ব্যবস্থায় নতুন গতির সঞ্চার
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ |২০-২১

ইউরোপ থেকে উপসাগরীয় অঞ্চল পর্যন্ত

বিশ্বের নতুন শক্তি হিসেবে ভারতের উত্থানের প্রকাশ

প্রধানমন্ত্রী সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, নরওয়ে এবং ইতালি সফর করেছেন, এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের ক্ষমতা প্রদর্শিত হয়েছে | ২৮-৩২

প্রকাশক : সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের পক্ষে কাঞ্চন প্রসাদ, মহানির্দেশক
যোগাযোগের ঠিকানা : রুম নং-১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩
ই-মেল: response-nis@pib.gov.in, আরএনআই নং: DELENG/2020/78811

সম্পাদকের কলমে ...

যোগ : ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য, বিশ্বের পরিচিতি

শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন,

জুন মাস উদযাপনের মাস। একদিকে এই মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বাদশ বর্ষপূর্তি হবে; অন্যদিকে, সারা পৃথিবী এই মাসেই দ্বাদশ আন্তর্জাতিক যোগ উৎসব উদযাপন করবে। ১২ সংখ্যাটির এই পবিত্র সমাপতন এই সময়কালকে সুযোগ ও উৎসবের এক আবহ সৃষ্টি করতে সহায়তা করেছে।

আজকের দ্রুতগতির জীবনযাত্রায়, যোগ মন, শরীর, বুদ্ধিমত্তা ও আত্মার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। তাই, প্রত্যেকের জীবনে শান্তির এক পরিবেশ সৃষ্টি করে। যোগ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁর পরিবারের সঙ্গে যুক্ত করার মধ্য দিয়ে সুখ, শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করে। পরিবারের মধ্যে সামাজিক চেতনাকে জাগ্রত করার মধ্য দিয়ে সামাজিক সম্প্রীতিকে শক্তিশালী করে তোলে। জাতীয় ঐক্যের ওপর ভিত্তি করে এই সমাজ গড়ে উঠেছে। এর মধ্য দিয়ে বিশ্বজুড়ে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা প্রচারিত হয়। তাই, যোগ ব্যক্তিবিশেষ, পরিবার, সমাজ, দেশ, বিশ্ব তথা মানবজাতিকে যুক্ত করে।

২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে এক অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গিয়েছিল : পরবর্তীতে ২০১৫ সাল থেকে প্রতি বছর ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ভারতে যোগের ঐতিহ্য ৫,০০০ বছরের পুরনো, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে আন্তর্জাতিক স্তরে যোগের স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। ফলস্বরূপ, যোগকে কেন্দ্র করে এক অর্থনৈতিক তৎপরতা নজরে আসছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং আর্থিক ক্ষমতায়ন – উভয় ক্ষেত্রে নতুন গতির সঞ্চার হয়েছে। আজ যোগের মাধ্যমে সারা বিশ্বজুড়ে ভারতের এক নতুন পরিচিতি তৈরি হয়েছে। প্রতি বছর ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে উদযাপন করা হচ্ছে। আমাদের বর্তমান সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী আন্তর্জাতিক যোগ দিবস নিয়েই।

ব্যক্তিত্ব শাখায় বিনীতা সোরেনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিনীতা মাউন্ট এভারেস্টের শৃঙ্গে আরোহণ করা প্রথম ভারতীয় আদিবাসী মহিলা। এই সংখ্যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত, প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর, রোজগার মেলা এবং প্রধানমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে ‘প্রগতি’র ৫১তম বৈঠকের পাশাপাশি এই পক্ষকালে প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন কর্মসূচির কথা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও, ‘মন কি বাত’ এবং পেছনের পাতায় আন্তর্জাতিক অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ দিবসের ওপর রচিত নিবন্ধ স্থান পেয়েছে। ২৭ জুন এই দিনটি উদযাপন করা হয়েছে।

আপনাদের মূল্যবান মতামত প্রত্যাশা করি

(ধীরেন্দ্র ওঝা)

হিন্দি, ইংরেজি সহ ১১টি ভাষায় পত্রিকাটি পড়ুন/ডাউনলোড করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/

চিঠির বাক্স

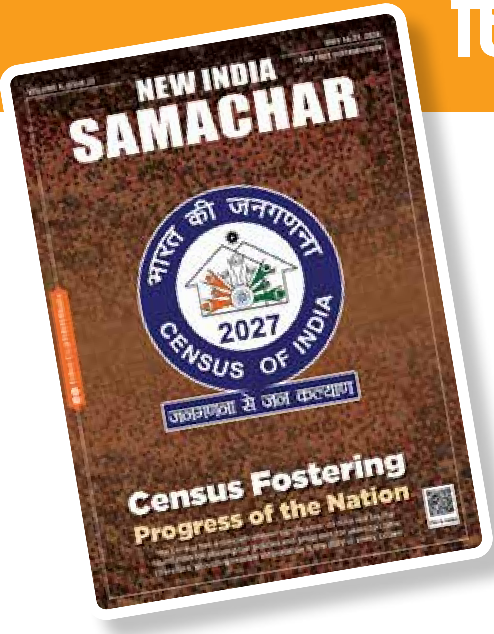

আকর্ষণীয় এবং উপযোগী এই পত্রিকার প্রকাশনার কাজে যুক্তদের শুভেচ্ছা

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের মে ১-১৫, ২০২৬ সংখ্যায় 'নতুন ভারত এবং নারী নেতৃত্বাধীন বিকাশ' শীর্ষক নিবন্ধটি অত্যন্ত প্রশংসার দাবি রাখে। নতুন ভারতের নির্মাণে মহিলারা যেভাবে চালিকাশক্তি হয়ে উঠছেন সেই বিষয়টি সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে ওই লেখায়। বিশেষ করে মুগ্ধ হয়েছি এই লাইনটিতে- "সে পূর্বনির্ধারিত সীমানায় আটকে থাকার জন্য নয়... বরং নতুন পথ গড়ে তোলা তার কাজ"। ওই নিবন্ধে নারী শক্তি ক্ষমতায়নে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গী এবং দায়বদ্ধতাও ফুটে উঠেছে। এমন লেখার জন্য সম্পাদকমণ্ডলীকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন।

michaelbks@gmail.com

সাম্প্রতিকতম বিভিন্ন বিকাশমূলক উদ্যোগ সম্পর্কে জানতে পেরে আনন্দিত

দেশের উন্নয়ন যাত্রার সামগ্রিক ছবি তুলে ধরার জন্য আমার আন্তরিক অভিনন্দন রইল। আমি এই পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। সরকারের বিভিন্ন বিকাশমূলক উদ্যোগ সম্পর্কে সাম্প্রতিক তথ্যাবলী জানতে পারি এখানে।

মনমোহন বাহেদ

man.bahed82@gmail.com

পাঠকের মন ছুঁয়ে যায় এই পত্রিকা

'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার' সুন্দরভাবে তুলে ধরে 'নতুন ভারত'কে। একজন সচেতন পাঠকের উপযুক্ত লেখা থাকে এখানে- ছুঁয়ে যায় তার মন। আপনাদের সকলের প্রতি আমার উষ্ণ অভিনন্দন।

রাজা মুথাইলা

rajaa.muthyala@gmail.com

দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে ভারত

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারে অনলাইনে একটি নিবন্ধ পড়লাম। ভারত দ্রুত এগিয়ে চলেছে। দেশের প্রগতিতে যে মহিলারা অবদান রেখে চলেছেন, তাঁদের সকলের জন্য আমি গর্বিত। 'অপারেশন সিঁদুর' ভারতের সামর্থ্যকে সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে।

jamesdevassy603@gmail.com

উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে দেশ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দ্রুত এগিয়ে চলেছে দেশ। কাশি বিশ্বনাথ মন্দিরের বৈদিক ঘড়ির তাৎপর্য প্রথমবার জানলাম আমি। প্রধানমন্ত্রী যেভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, তা আমাদের কাছে সৌভাগ্যের বিষয়। আগামী প্রজন্মের কাছে এই বিষয়গুলি প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

নীরজ কুমার আগরওয়াল

neerajagarwal951@gmail.com

যোগাযোগের ঠিকানা: রুম নং ১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩

ই-মেল: response-nis@pib.gov.in

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

বিকশিত ভারত - জি রাম জি কার্যকর হবে পয়লা জুলাই থেকে

‘বিকশিত ভারত – গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন’ বা ‘বিকশিত ভারত – জি রাম জি’ আইন সারা দেশে কার্যকর হবে পয়লা জুলাই থেকে। এর লক্ষ্য, গ্রামীণ বিকাশ ও কর্মসংস্থানে গতি আনা। নতুন কাঠামোয় গ্রামীণ পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরা মজুরির ভিত্তিতে প্রতি অর্থবর্ষে ১২৫ দিন কাজ পাবেন। এমজি নারেগা’র আওতায় কাজ পাওয়া যেত বছরে ১০০ দিন।

নির্দিষ্ট সময় কাঠামোর মধ্যে কাজ চেয়েও না পেলে সংশ্লিষ্ট কর্মী বেকারভাতা পাবেন। মজুরির অর্থ কর্মীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। পাক্ষিক-ভিত্তিতে এই মজুরি পাঠানো হবে। নির্দিষ্ট সময়ে মজুরি না পেলে সংশ্লিষ্ট কর্মী ক্ষতিপূরণ পাবেন। বর্তমানে চালু এমজি নারেগা জব কার্ড আপাতত চালু থাকবে। পরে, আলাদাভাবে গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কার্ড দেওয়া হবে কর্মীদের। ই-কেওয়াইসি যাচাই হয়নি - শুধুমাত্র এই কারণে মজুরি বন্ধ হবে না।

ভোপালে ন্যাভাল সেলিং নোড চালু হ’ল

ভারতীয় নৌ-সেনা ১৭ মে, ২০২৬ তারিখে ভোপালের ভোজতাল লেকে ন্যাভাল সেলিং নোড চালু করল। নৌ-সেনা কর্মীদের রোয়িং, ক্যানোয়িং এবং কায়াকিং শেখানোর জন্য এই কেন্দ্রে রয়েছে অত্যাধুনিক ব্যবস্থাপনা। এনসিসি’র ক্যাডেটরাও এখানে প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন। বর্তমানে ন্যাভাল সেলিং টিমের ৩৪ জন সদস্যের ১৭ জনই মধ্যপ্রদেশের। ওয়াটার স্পোর্টসের প্রতি দেশের তরুণ-তরুণীদের আগ্রহ বৃদ্ধি এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীতে তাঁদের যোগদানে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এই কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। অলিম্পিক কিংবা এশিয়ান গেমস্‌ - এর মতো প্রতিযোগিতার জন্য ভারতে দক্ষ ক্রীড়াবিদ গড়ে তোলায় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে কাজ চলছে, তারই অঙ্গ হিসেবে নৌ-সেনার এই উদ্যোগ।

‘কফিজ অফ নাগাল্যান্ড’ মিশনের সূচনা

নাগাল্যান্ডে অঞ্চল-ভিত্তিক ‘কফি ভ্যালু চেন ডেভেলপমেন্ট মিশন’ - এর সূচনা হ’ল। এজন্য বরাদ্দ হয়েছে ১৭৫ কোটি টাকা। কফি উৎপাদক গোষ্ঠীগুলির বাস্তব সমস্যার সমাধান করে তাঁদের স্বপ্ন পূরণ এই কর্মসূচির লক্ষ্য। এর পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী অরুণাচল কিউয়ি কর্মসূচিরও সূচনা করেছেন। অরুণাচল প্রদেশে কিউয়ি চাষের প্রসার ঘটিয়ে তার মূল্য-শৃঙ্খলকে আরও জোরদার করা এর উদ্দেশ্য।

ভারতের প্রথম স্বদেশী হাইড্রোজেন ট্রেন

ভারতের প্রথম স্বদেশী হাইড্রোজেন ট্রেন যাত্রার জন্য প্রস্তুত। ১,২০০ কিলোওয়াট ইঞ্জিনের এই হাইড্রোজেন চালিত ট্রেন সম্পূর্ণভাবে পরিবেশ-বান্ধব। সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টার ৭৫ কিলোমিটার। উত্তর রেলের ঝিন্দ – সোনিপথ রেলপথে এই ট্রেন চালু হবে। রেল ক্ষেত্রে পরিবেশ-বান্ধব ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সরকারের উদ্যোগে এই ট্রেন একটি মাইলফলক তৈরি করতে চলেছে।

জার্মানী, জাপান, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরনের ট্রেন চালু রয়েছে। এই হাইড্রোজেন ট্রেনগুলি থেকে শুধুমাত্র জলীয় বাষ্প নির্গত হয়। 'নতুন ভারত' এবং 'নতুন চিন্তা ও নতুন শক্তি' কর্মসূচির আওতায় তৈরি হওয়া এই ট্রেনে সম্পূর্ণভাবে দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। জিরো কার্বন নির্গমন সংক্রান্ত লক্ষ্য পূরণে এই ট্রেন বিশেষভাবে সহায়ক।

সারা দেশে 'ক্ষেত বাঁচাও অভিযান' চলবে ৩০ জুন পর্যন্ত

'ক্ষেত বাঁচাও অভিযান' কেবলমাত্র সচেতনতামূলক কর্মসূচি নয়। খামার, কৃষক এবং গ্রামের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় আরও বৃদ্ধি করা এর লক্ষ্য। প্রতিটি গ্রামেই এই অভিযান শুরু হচ্ছে। রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমানোর বার্তা দেওয়া হচ্ছে এর মাধ্যমে। কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে বিভিন্ন তথ্য এবং মাটির ধরণ অনুযায়ী সারের ব্যবহার সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করে তোলা হবে।

'জনবিন্যাস পরিবর্তন সংক্রান্ত উচ্চস্তরীয় কমিটি' গড়ে তোলা হ'ল

অনুপ্রবেশ এবং নানা কারণে জনবিন্যাসগত পরিবর্তন দেশের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। এর মোকাবিলায় ১৫ অগাস্ট, ২০২৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রী 'জনবিন্যাস পরিবর্তন সংক্রান্ত উচ্চস্তরীয় কমিটি' ঘোষণা করেন। এই প্রস্তাব মন্ত্রিসভার অনুমোদন পায় ২০২৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। সরকার এই কমিটি গঠন করেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জনবিন্যাসগত পরিবর্তনের মাত্রা ও ধরণ পরীক্ষা করে দেখবে এই কমিটি। নির্দিষ্ট কোনও গোষ্ঠীর জনসংখ্যায় অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখাও এই কমিটির দায়িত্বের মধ্যে পড়ছে। সমস্যার মোকাবিলায় নির্দিষ্ট সময়-ভিত্তিক পরিকল্পনাও পেশ করবে এই কমিটি।

জন্ম: ২১ জুন, ১৯৮৭

মাউন্ট এভারেস্ট জয়ী
প্রথম ভারতীয় আদিবাসী মহিলা

ঝাড়খণ্ডের বিনীতা সোরেন মাউন্ট এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম আদিবাসী মহিলা হিসেবে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। মাত্র ২৫ বছর বয়সে বিনীতা যে উচ্চতায় পৌঁছেছেন, তা তাঁর কঠোর পরিশ্রম ও অদম্য সাহসের জ্বলন্ত নিদর্শন। বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের চূড়া স্পর্শ করে তিনি প্রমাণ করেছেন যে স্বপ্ন কোনো সামাজিক সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ থাকে না। ঝাড়খণ্ডের একটি ছোট গ্রাম থেকে বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে পৌঁছানোর এই যাত্রায়, বিনীতা সোরেন আজ সারা দেশের মেয়েদের কাছে এক অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছেন।

আদিবাসী পরিবার থেকে আসা বিনীতা, মাউন্ট এভারেস্ট জয় করে এক অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। আদিবাসী এলাকার জীবন সাধারণত মাঠে কাজ করা, সীমিত শিক্ষার সুযোগ এবং ছোট মাপের স্বপ্ন দেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ; কিন্তু, এর মধ্যে থেকেও বিনীতার স্বপ্ন এভারেস্টকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। ১৯৮৭ সালের ২১শে জুন জন্মগ্রহণকারী বিনীতা শুধু যে মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেছেন তাই নয়, তাঁর আবেগ, মনোবল এবং অদম্য সংকল্প ভারতীয় আদিবাসী সম্প্রদায়কে এক নতুন পরিচিতি দিয়েছে।

কোলহান অঞ্চলের মেয়ে বিনীতা সোরেন তাঁর শৈশব কাটিয়েছেন ফসলক্ষেতের মাঝে। তাঁর গ্রামে ও আশপাশের এলাকায় শিক্ষকতা ও নার্সিংকেই মেয়েদের জন্য একমাত্র পেশা হিসেবে গণ্য করা হতো, কিন্তু বিনীতার স্বপ্ন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর এভারেস্ট জয়ের পিছনে ছিল সাত বছরের কঠোর পরিশ্রম। এই সময়েই তিনি উপলব্ধি করেন যে, পর্বতারোহণ কেবল শারীরিক শক্তির পরীক্ষা নয়, একইসঙ্গে মানসিক শক্তি, সাহস এবং সংকল্পেরও পরীক্ষা। প্রচণ্ড ঠান্ডা ও তুষারপাত তাঁর সামনে অনেক প্রতিকূলতার সৃষ্টি করেছিল। তাঁর প্রায়ই মনে হতো যে, তাঁর কোনো সুস্পষ্ট লক্ষ্য নেই, কিন্তু তাঁর সাহস, অধ্যবসায় এবং বিশ্বজয়ের অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাঁকে তুষারাবৃত পর্বতের সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে গিয়েছিল।

২০০৪ সালে, বিনীতার সাথে বাচেন্দ্রি পালের প্রথম দেখা হয়। বাচেন্দ্রিকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে বিনীতা একজন পর্বতারোহী হওয়ার লক্ষ্য স্থির করেন। মাউন্ট এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম ভারতীয় মহিলা, বাচেন্দ্রি পাল, বিনীতাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। আদিবাসী ও কৃষক পরিবারের প্রেক্ষাপট বিনীতাকে পর্বতারোহী হওয়ার কোন অনুপ্রেরণা জোগায়নি। বাড়ি ছেড়ে যাওয়াই তাঁর কাছে মাউন্ট এভারেস্ট আরোহণের মতো কঠিন কাজ ছিল, কিন্তু তাঁর পরিবার তাঁর উপর আস্থা রেখে তাঁকে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছিল। কঠোর প্রশিক্ষণের পর, যখন বাচেন্দ্রি পাল বিনীতাকে বললেন যে তিনি এভারেস্ট আরোহণের জন্য প্রস্তুত, তখন তিনি নিজেকে সামলাতে পারেননি। অবশেষে, তিনি এভারেস্ট জয় করেন। এরপর আরো অনেক শৃঙ্গে তিনি আরোহণ করেছেন। আজ, তাঁর পরিবার তাঁর নামেই পরিচিত।

ঝাড়খণ্ডের সরাইকেলা খড়সাওয়ান জেলার কেশোরসোরা গ্রামের বাসিন্দা বিনীতাকে, তাঁর এভারেস্ট অভিযানে টাটা স্টিল তাদের কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গ হিসেবে সহায়তা করেছিল। একজন গ্রাম্য আদিবাসী মেয়ের ৮,৮৪৮ মিটার উচ্চতায় বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এই আরোহণ, এক নজিরবিহীন কৃতিত্ব। বিনীতা এই সাফল্যের জন্য সারা দেশ থেকে অসংখ্য সম্মাননা ও পুরস্কার পেয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৫১-তম প্রগতি বৈঠকে পৌরোহিত্য করছেন

নিয়মিত নজরদারি ও জনসাধারণের অংশগ্রহণের ওপর জোর

ভারতে ডিজিটাল শাসনের এক কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে প্রগতি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ২০১৫ সালের মার্চ মাস থেকে এই মঞ্চ অসংখ্য বড় মাপের প্রকল্পের কাজে গতি সঞ্চারে প্রধান ভূমিকা পালন করছে। এই প্রয়াসকে অব্যাহত রেখে প্রধানমন্ত্রী মোদী গত ২৭ মে প্রগতির ৫১-তম বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সমন্বয় রেখে উন্নততর ও সময় নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ওপর বৈঠকে জোর দেওয়া হয়...

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসক্ষম, বহুপাক্ষিক মঞ্চ প্রগতির ৫১-তম বৈঠকে পৌরোহিত্য করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রেল, শক্তি ও সড়ক ক্ষেত্রের ৭টি পরিকাঠামোগত প্রকল্পের কাজের অগ্রগতির পর্যালোচনা করেন। এই প্রকল্পগুলির সম্মিলিত ব্যয় প্রায় ৩০,০০০ কোটি টাকা। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, জনপ্রকল্প সম্পাদনে দেরি হলে শুধু যে খরচ বাড়ে তাই নয়, সাধারণ মানুষের কাছে তার সুবিধা পৌঁছে দিতেও দেরি হয়। এই বিলম্ব সাধারণ মানুষের জীবন, আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং জনসম্পদের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। এই প্রসঙ্গে তিনি বকেয়া সমস্যার নিষ্পত্তি করে কার্যসম্পাদনের গতি বাড়াতে মন্ত্রক, দপ্তর ও রাজ্যগুলির প্রতি সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, কেন-বেতোয়া নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্প অন্য রাজ্যগুলির কাছে আদর্শ হওয়া উচিত। পারস্পরিক সহমতের ভিত্তিতে কীভাবে জল সংক্রান্ত বিবাদ মেটানো যায়, এই প্রকল্প তার নিদর্শন। তিনি বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা ও 'গোবর্ধন' কারখানা সহ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকাঠামো নির্মাণে দ্রুত গতি আনতে রাজ্যগুলির প্রতি আহ্বান জানান। এদিকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মতো সামাজিক ক্ষেত্রের প্রকল্পগুলির মাসিক পর্যালোচনার জন্য রাজ্যস্তরে একটি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে। স্বচ্ছ ভারত মিশনের পর্যালোচনাও একইসঙ্গে চালু হয়েছে। ●

প্রধান প্রকল্পগুলির পর্যালোচনায় প্রধানমন্ত্রী মোদী

- রেল, শক্তি ও সড়ক ক্ষেত্রের ৭টি পরিকাঠামোগত প্রকল্প।
- স্বচ্ছ ভারত মিশন- শহর ২.০ এবং কেন-বেতোয়া সংযুক্তিকরণ প্রকল্প।
- শহুরে এলাকায় ছাদের ওপর সৌর শক্তি উৎপাদনকে মিশন মোডে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান।

৩০,০০০ কোটি টাকার প্রকল্পের পর্যালোচনা, এই প্রকল্পগুলি ৯টি রাজ্যে বিস্তৃত।

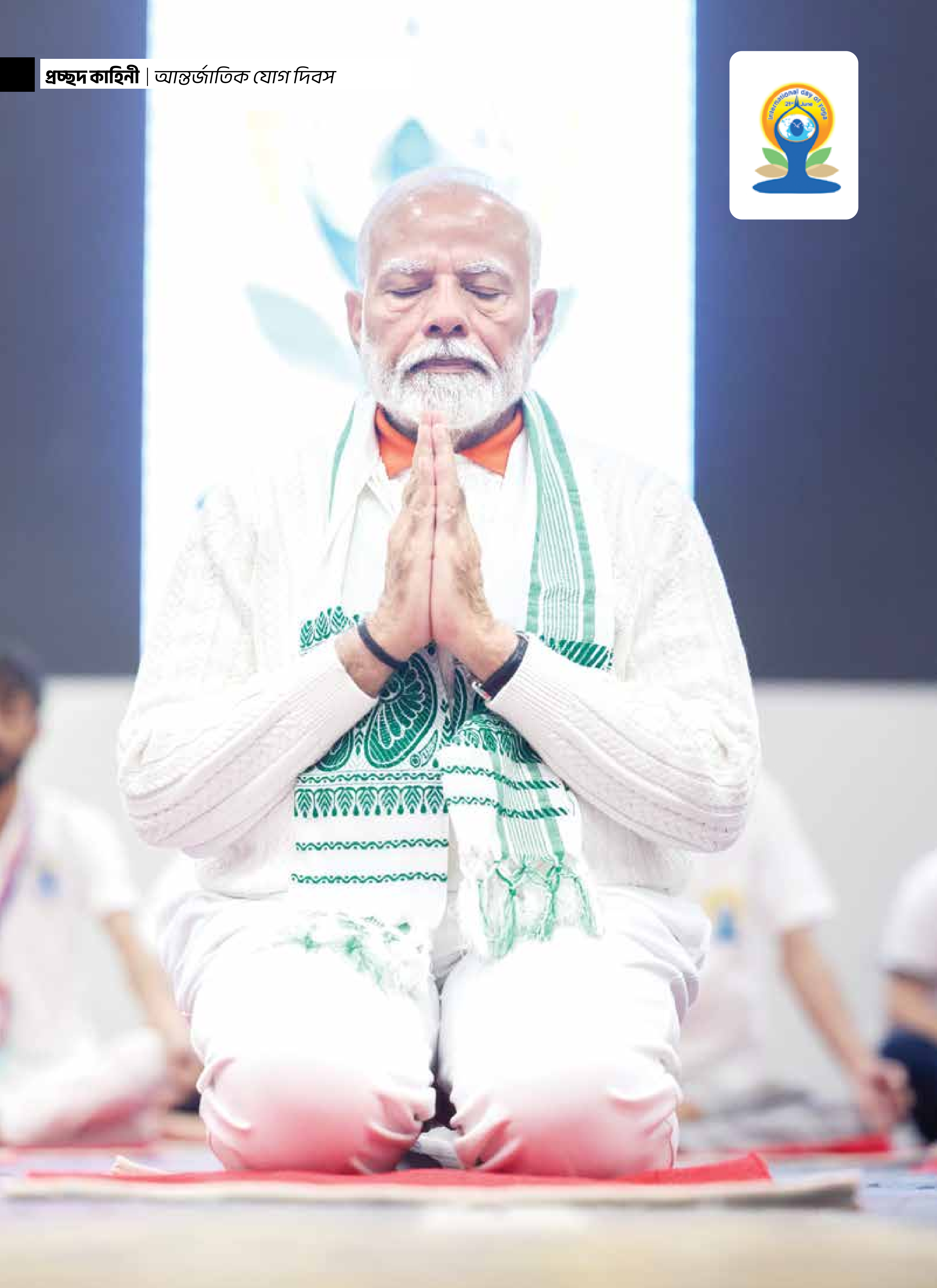

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের ১২ বছর

বিশ্বের সর্ববৃহৎ সাংস্কৃতিক উদযাপন হিসেবে যোগের আত্মপ্রকাশ

“যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ:” যোগ চিত্ত বা মনের অস্থিরতা দূর করে। যোগ, আয়ুর্বেদ এবং অন্যান্য পরম্পরাগত ভেষজের সমন্বয় ঘটিয়ে ২০১৪তে আয়ুষ মন্ত্রক গঠনের উদ্যোগ এবং সেইসঙ্গে ২১ জুন ২০১৫তে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের সূচনা একটি নির্ণায়ক পদক্ষেপ। যোগ হল আমাদের সভ্যতার একটি হলমার্ক, যা আমাদের সবদিক থেকে সুস্থ ও সবল রাখে। যোগের শক্তির ওপর ভর করে ভারত তার ‘কোমল শক্তি’র শক্তিশালী ক্ষমতা আজ গোটা বিশ্বে তুলে ধরছে....

এ বছরের ২১ জুন ১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস, যা প্রকৃত অর্থে এক বিশেষ উদযাপন হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। এই বছরটি যেহেতু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বাদশ বর্ষ, তাই জুন মাসটি এক বিশেষ উদযাপনের মাস হয়ে উঠেছে...

সাধারণ মানুষ বা বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তি, তরুণ বা প্রৌঢ়, নারী বা শিশু, আস্তিক বা নাস্তিক, যিনিই হোন না কেন – আজ বয়স নির্বিশেষে যোগ সমস্ত মানুষের শারীরিক, কর্মশক্তি, মানসিক এবং আবেগের প্রকাশ, সবক্ষেত্রেই ‘যোগ’ অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। ধর্মীয়, জাতিগত, ধনী, দরিদ্র, এমনকি দেশের সীমানা বিভাজনকে দূরে সরিয়ে যোগ গোটা বিশ্বে এক সর্বজনীন ভাষা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যোগের এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা শত শত বছর আগে তাঁর ‘শতকত্রয়ম’-এ তুলে ধরেছিলেন মহান সংস্কৃত কবি ভর্ত্রীহরি।

ধৈর্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ জননী শান্তিশ্চিরং গেহিনী
সত্যং সূনুরযং দয়া চ ভগিনী ভ্রাতা মনঃ সংযমঃ।
শয্যা ভূমিতলং দিশোSপি বসনং জ্ঞানামৃতং ভোজনং
এতে যস্য কুটিম্বিনঃ বদ সখে কস্মাদ্ ভয়ং যোগিনঃ।।

শত শত বছর আগে লেখা এই স্তোত্রের অর্থ হল, নিয়মিত যোগচর্চার মাধ্যমে কিছু গুণাবলী আমাদের নিজেদের মধ্যে একাত্ম হয়ে ওঠে। যোগের চর্চা সাহস সঞ্চার করে, যা পিতার মতোই আমাদের রক্ষা করে, ক্ষমার চেতনা জাগ্রত করে – যেমনটি সন্তানদের প্রতি মায়েদের মধ্যে দেখা যায় এবং মানসিক শান্তি আমাদের সঙ্গী হয়ে ওঠে। ভর্ত্রীহরি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে, নিয়মিত যোগচর্চার মাধ্যমে সত্য আমাদের সন্তান হয়ে ওঠে, সহমর্মিতা আমাদের বোন হয়ে ওঠে, আত্মসংযম আমাদের ভাই হয়ে ওঠে। বিশ্ব আমাদের শয্যা হয়ে ওঠে এবং জ্ঞানের বিকাশ ঘটে, যা আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। যখন একজনের মধ্যে বহুবিধ গুণাবলীর বিকাশ ঘটে, তখন ভয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে যোগী জয়লাভ করে।

বস্তুতপক্ষে স্বাস্থ্যবিমা বিনা খরচে পাওয়া দুর্লভ, কিন্তু কোনও অর্থব্যয় ছাড়াই সুস্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা দেয় যোগ। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, "যোগ কীভাবে এ বিশ্বকে একত্রিত করেছে, তা আমরা এই শতাব্দীতে প্রত্যক্ষ করছি। দেহ, মন,

বুদ্ধি এবং আত্মা সবকিছুকেই একসূত্রে বেঁধে দেয় যোগ, এটি আজ বিশ্বকেও একত্রিত করছে। প্রত্যেকেই চাপমুক্ত, রোগমুক্ত এবং আনন্দময় জীবনযাপন করতে চায়। যদি কোনও একক পথ থাকে, যার মাধ্যমে এই সমস্ত কিছু বাস্তবায়িত করা যেতে পারে, তা হল, যোগ। কীভাবে প্রকৃত অর্থে পূর্ণাঙ্গ এবং ভারসাম্যমূলক জীবনযাপন করতে হয়, কেউ যদি তা করতে চায় – এবং দেহ, মন, ভাবনা-চিন্তা ও আচার আচরণের অন্তর্নিহিত যাত্রার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চায়, একমাত্র যোগের মাধ্যমেই এটি সম্ভব।"

যোগ শুধুমাত্র শরীরচর্চার একটি ধরন নয়, এটি হল, জগতের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে খোঁজার একটি পথ। দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র ৪ মাসের মধ্যেই ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪তে প্রধানমন্ত্রী মোদী যোগকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরার উদ্যোগ নেন। ডিসেম্বর ২০১৪তে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় তা সমর্থিত হয়, যার ফলশ্রুতি হিসেবে ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের স্বীকৃতি পায়।

যোগ বৈশ্বিক উদযাপন হয়ে উঠেছে

যোগ: কর্মসু কৌশলম্।।—এর অর্থ হল, যোগের ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা। এই মন্ত্র আমাদের শিক্ষা দেয় যে, যোগের মাধ্যমে জীবনে নিজের সক্ষমতা যাচাই করা যায়। যদি আমরা শৃঙ্খলার সঙ্গে নিজেদের দায়িত্ব পালন করি এবং আমাদের দায়দায়িত্ব পূরণ করি, সেটিও যোগের একটি ধরন। এই মন্ত্রের মাধ্যমে ভারত "কোমল শক্তি" হিসেবে যোগকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এছাড়া কর্মযোগকে যোগের সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমে ব্যক্তি, সমাজ এবং দেশের উন্নয়নমূলক সম্ভাবনা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী জোট জি২০-র সভাপতিত্বের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যোগকে সুনির্দিষ্ট গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে ভারতীয় সভ্যতার পরিচিতিকে মজবুত করেছে ভারত এবং একে জি২০-র প্রতিটি অনুষ্ঠানে অবিচ্ছেদ্য অংশ করা হয়েছে। ২০১৪তে আয়ুষ মন্ত্রক গঠনের মাধ্যমে ভারত স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে যোগের সঙ্গে আয়ুর্বেদ এবং অন্যান্য পরম্পরাগত ভেষজের মেলবন্ধন ঘটায়। ভারতের এইসব প্রয়াসের ফলে ২১ জুন ২০১৫ থেকে গোটা বিশ্ব আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করতে শুরু করে। এইসব প্রয়াসের ফলশ্রুতি হল, ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ পরম্পরা যোগ রোগ প্রতিরোধের হাতিয়ার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং বিশ্ব এর অন্তর্নিহিত শক্তি উপলব্ধি করতে পেরেছে। আজ যোগ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তি হয়ে উঠেছে। আজ যোগ সমস্ত মানুষের কাছে রোগ-মুক্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে। যোগ - যা কয়েক বছর আগেও বাড়ি এবং

কর্মযোগের চেতনার মাধ্যমে আমরা যখন যোগের পথ অবলম্বন করি, ব্যক্তি হিসেবে, অথবা সমাজ হিসেবে, কিংবা দেশ হিসেবে, যাই হোক না কেন, তখন আমাদের শক্তি বহুগুণ বেড়ে যায়। আজ আমরা অবশ্যই এই অঙ্গীকার করব : আমাদের নিজেদের স্বাস্থ্য এবং আমাদের প্রিয়জনদের স্বাস্থ্যরক্ষায় আমরা সম্ভাব্য সবরকম প্রয়াস চালাব। সচেতন নাগরিক হিসেবে, পরিবার হিসেবে এবং সমাজ হিসেবে আমরা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথে এগোব।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

যোগ গবেষণা

১০০ জেলায় দেশ জুড়ে গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে যে, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে যোগ কার্যকর হতে পারে।

- প্রায় ৬ গুণ গবেষণাপত্র প্রকাশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ডাক্তারি পরীক্ষা ১১% বেড়েছে। নতুন দিল্লির এইমস-এর সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিনের ২০টির বেশ গবেষণাপত্র আন্তর্জাতিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।
- যে সব রোগী যোগচর্চা করেছেন, তাঁদের ক্যান্সারের ঝুঁকি প্রায় ১৫ শতাংশ কমেছে।
- নিউরোলজি পত্রিকায় মাইগ্রেন নিয়ন্ত্রণে যোগের উপকারিতা সংক্রান্ত একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। যোগের মাধ্যমে প্রাক-ডায়াবেটিস কমানো সম্ভব। আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন এই গবেষণার প্রশংসা করেছে।
- আয়ুষ গবেষণা পোর্টালে যোগ এবং ন্যাচারোপ্যাথি সংক্রান্ত্র প্রায় ১,৪২৬টি গবেষণার তালিকা রয়েছে।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

- ২০১৬ সালের আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৮.৫ মিলিয়ন, ২০১৯-এর যোগ দিবসে এই সংখ্যা বেড়ে প্রায় ৯০ মিলিয়নে পৌঁছে যায়।
- ২০২২-এ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে এই সংখ্যা প্রায় ২২১.৩ মিলিয়নে পৌঁছয়, অন্যদিকে ২০২৩-এর যোগ দিবসে এই সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ২৩৪.৪ মিলিয়ন।
- ২০২৪-এ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪৫.৩ মিলিয়ন এবং ২০২৫-এর যোগ দিবসে তা ২৬০ মিলিয়ন ছাড়িয়ে যায়।

আধ্যাত্মিক কেন্দ্রগুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল - তা আজ গোটা বিশ্বের মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

যোগ এখন আন্তর্জাতিক উদযাপনে রূপান্তরিত হয়েছে, এটি শুধুমাত্র ব্যক্তি নয়, মানুষের কল্যাণের মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

এ বছরের আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার ১২ বছরের যাত্রা পূর্ণ করবে।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে ১২ বছরের পর্বটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। একজন তপস্বীর কাছে এটি পুরো একটি যুগের সমান। উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যের দিকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলেছে ভারত।

যোগের প্রসারের আন্তর্জাতিক বাজার

আজ এমন একটা সময় এসেছে, যখন যোগের অনন্ত সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে। তরুণ সম্প্রদায় বিপুল সংখ্যায় যোগে উৎসাহী হচ্ছেন, উদ্ভাবনমূলক নানা চিন্তাভাবনা নিয়ে আসছেন। এই লক্ষ্যে আয়ুষ মন্ত্রকও ‘স্টার্টআপ যোগ চ্যালেঞ্জ’ চালু করেছে। আয়ুষ শিল্পের সবচেয়ে বড় শক্তি নিহিত রয়েছে এর বহুমুখী সম্ভাবনার মধ্যে। যেমন, আজ ভারতে ৪০,০০০ এমএসএমই অথবা ক্ষুদ্র শিল্প আয়ুষ ক্ষেত্রের আওতায় বিভিন্ন ধরনের পণ্য নিয়ে আসছে এবং অসংখ্য উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এইসব উদ্যোগের ফলে স্থানীয় অর্থনীতি চাঙ্গা হচ্ছে। মাত্র ১২ বছর আগে দেশে আয়ুষ শিল্পের পরিমাণ ছিল প্রায় ২০,০০০ কোটি টাকা। আজ সেই মূল্যমানের পরিমাণ প্রায় ১.৫ লক্ষ কোটি টাকার দিকে এগোচ্ছে। আগামীদিনে আন্তর্জাতিক বাজারে এই ক্ষেত্রটি আরও ব্যাপক বিস্তার ঘটবে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে ভেষজ ওষুধ এবং মশলার লেনদেনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২০ বিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ প্রায় ১০ লক্ষ কোটি টাকা। এই পরম্পরাগত ভেষজ ক্ষেত্র ক্রমাগত বিস্তারলাভ করছে এবং বর্তমানে ভারত এর সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে প্রস্তুত। এই ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের ফলে তরুণদের শত শত, হাজার হাজার নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। গুজরাটের জামনগরে ভারতের সঙ্গে যৌথ সহযোগিতায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গ্লোবাল সেন্টার ফর ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন গড়ে তুলেছে। গ্লোবাল সেন্টার ফর ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন (জিসিটিএম)-এর মতো উদ্যোগের মাধ্যমে ভারত পরম্পরাগত ভেষজ ক্ষেত্রে নিজেকে বিশ্বনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে। পরম্পরাগত ভেষজের প্রসার এবং গবেষণার লক্ষ্যে এই কেন্দ্রটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এটি নথি-ভিত্তিক ট্র্যাডিশনাল, কমপ্লিমেন্টরি এবং ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিনের আন্তর্জাতিক মানের একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানের হাব হিসেবে কাজ করবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার এইমস-এর আদলে ৩টি অতিরিক্ত আয়ুর্বেদ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেছে।

আমাদের যোগের গুরুত্বকে স্বীকার করছে বিশ্ব

আয়ুর্বেদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির অন্যতম একটি প্রধান দিক হল

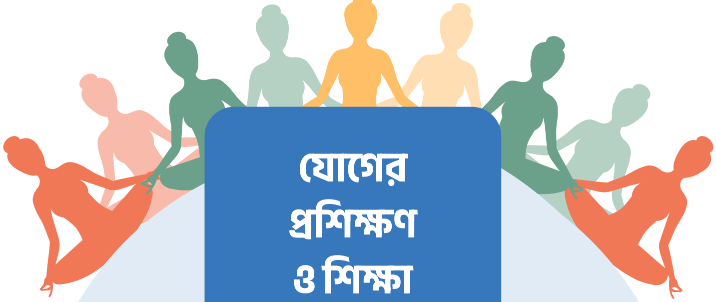

যোগের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা

- যোগের প্রচার ও প্রসারে প্রশিক্ষণের এক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই ভাবনাকে সামনে রেখে আয়ুষ মন্ত্রক মোরারজি দেশাই ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ যোগের মতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।
- বর্তমানে দেশের প্রায় ১৮৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে যোগ কোর্সকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এইসব বিশ্ববিদ্যালয় যোগের কর্মসূচির আয়োজন করছে।
- যোগের বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং স্বীকৃতির লক্ষ্যে যোগ সার্টিফিকেশন বোর্ড (ওয়াইসিবি) স্থাপন করা হয়েছে।
- ওয়াইসিবি অনুযায়ী, ৯,৬০০-র বেশি মূল্যায়ন, ৪৮০-র বেশি পরীক্ষা এবং ১৪টির বেশি ভাষায় এ পর্যন্ত পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৫৬টির বেশি দেশের প্রার্থীদের মূল্যায়ন করা হয়েছে।
- প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ৩ কোটি যোগ প্রশিক্ষক রয়েছেন। এই দশকের শেষে তা সাড়ে ৩ কোটিতে পৌঁছবে বলে মনে করা হচ্ছে।
- বর্তমানে যোগ পেশাদারদের শংসাপত্র প্রদান, যোগ প্রতিষ্ঠানগুলির যাচাইকরণ, যোগ পেশাদারদের শংসাপত্র প্রদানকারী সংস্থাগুলির স্বীকৃতি এবং কর্মসংস্থানের মান অনুযায়ী যোগ প্রতিষ্ঠানগুলির মূল্যায়ন করার মতো কাজ করে থাকে যোগ সার্টিফিকেশন বোর্ড।
- এছাড়া, বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যোগের জন্য সুনির্দিষ্ট বিভাগ তৈরি করা হয়েছে। গত ৫ বছরে বিশ্বে যোগ স্কুল এবং স্টুডিওর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমেরিকান কলেজ অফ স্পোর্টস মেডিসিনের সেরা ১০টির তালিকায় সপ্তম স্থান দখল করেছে যোগ। ভারত সরকার এখন যোগকে প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

যোগ পর্যটন। যোগ শুধুমাত্র শারীরিক কসরতের একটি ধরন নয়, এটি জগত এবং প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতির অন্বেষণকে মূর্ত করে তোলে। এই অনুভূতি নিশ্চয়তা পেয়েছিল যখন ২১ জুনকে সরকারিভাবে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় - একটি প্রস্তাব যা সহমতের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিল। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ১৭৭টি দেশ এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় এক প্রস্তাবে বলা হয় : “যোগ, স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। এছাড়া জীবনের সর্বক্ষেত্রে এটি সম্প্রীতি স্থাপন করে ; তাই স্বাস্থ্যের জন্য যোগের

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস- ২০২৬

২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস (আইডিওয়াই) ২০২৬-এর অনুষ্ঠানটি হবে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায়। এ বছরের অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু হল ‘স্বাস্থ্যকর বার্ধক্যের জন্য যোগ’, যার মাধ্যমে দৈহিক স্বাস্থ্য, মানসিক সুস্থতা এবং স্বাস্থ্যকর বার্ধক্যকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে যোগের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে।

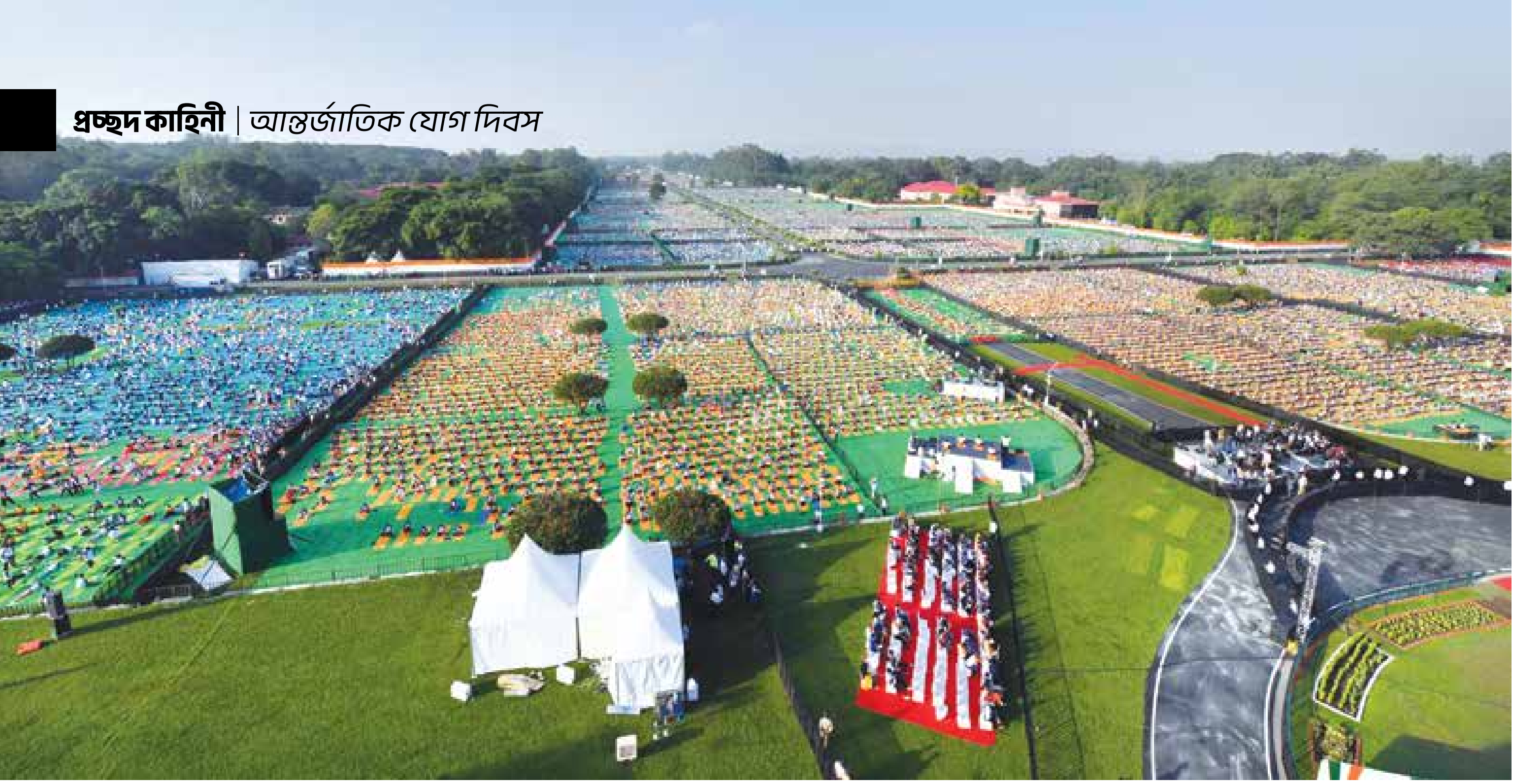

উপযোগিতা সংক্রান্ত প্রচার বিশ্বের মানুষের পক্ষে উপকার হবে।" এই ভাবনাকে সামনে রেখে ভারতে যোগের ক্ষেত্রে সামগ্রিক স্বাস্থ্য বিপ্লবের এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে, যার মূল নীতি হল, নিরাময়ের চেয়ে প্রতিরোধ। ভারত যখন রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগের প্রস্তাব পেশ করেছিল, তখন রাষ্ট্রসঙ্ঘের রেকর্ডে দেখা গেছে যে, এটি হল এই ধরনের প্রথম প্রস্তাব, যা বিশ্বের অধিকাংশ দেশ গ্রহণ করেছিল। এছাড়া এটি হল রাষ্ট্রসঙ্ঘের ইতিহাসে সবচেয়ে কম সময়ে গৃহীত একটি প্রস্তাব।

যোগকে মূল ধারায় যুক্ত করার প্রয়াসসমূহ

ভারতের স্বাধীনতার পর জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় যোগকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এইসব উদ্যোগ এতই শ্লথ গতির ছিল যে, যোগ তার প্রাপ্য স্বীকৃতি অর্জনে ব্যর্থ হয়। ১৯৭৬-এ প্রথম সেন্ট্রাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট ফর যোগ (এখন মোরারজি দেশাই ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর যোগ) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৮-এ সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন যোগ অ্যান্ড ন্যাচারোপ্যাথি প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৩ সালে ইন্ডিয়ান সিস্টেমস অফ মেডিসিন অ্যান্ড হোমিওপ্যাথি বিভাগের নাম বদলে করা হয় আয়ুষ বিভাগ। তবে এই ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন আসে ২০১৪ সালের ৯ নভেম্বরে, যখন পৃথক আয়ুষ মন্ত্রক গঠন করা হয়। এছাড়া যোগের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রধানমন্ত্রী মোদীর দেওয়া ভাষণের পথ ধরে যোগ গোটা বিশ্বে একটি গণ আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ২০১৬-র

আজকের দ্রুতগতির জীবনে দেহ, মন, প্রজ্ঞা এবং আত্মার মেলবন্ধনের মাধ্যমে যোগ ব্যক্তির জীবনে শান্তি নিয়ে আসে। ব্যক্তিকে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমে এটি পরিবারে সুখ নিয়ে আসে। সমাজের প্রয়োজনীয়তার প্রতি পরিবারগুলিকে সংবেদনশীল করে তোলার মাধ্যমে এটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির চর্চা বাড়ায়। বিনিময়ে সমাজ একাত্ম হয়ে দেশকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে। এই ধরনের দেশগুলি বিশ্বে শান্তি এবং সম্প্রীতি নিয়ে আসে। মানবতা বিকশিত হয় এবং ভ্রাতৃত্বের চেতনার মাধ্যমে লালিত-পালিত হয়। সংক্ষেপে যোগ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ, বিশ্ব এবং সমস্ত মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

ফেব্রুয়ারিতে

সরকার একটি বিশেষ বোর্ড গঠন করে : ন্যাশনাল বোর্ড ফর যোগ অ্যান্ড ন্যাচারোপ্যাথি। এর আওতায় দেশে যোগের প্রশিক্ষণের মান উন্নত করতে এইমস এবং আইআইটি-র মতো প্রথম সারির প্রতিষ্ঠানগুলির বিশেষজ্ঞদের নাম নথিভুক্ত করা হয়। বার্ষিক আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের ক্ষেত্রে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই উপলক্ষে আয়ুষ মন্ত্রকের পক্ষ থেকেও 'কমন যোগ প্রোটোকল' জারি করা হয়। গ্রামাঞ্চলে যোগের প্রচার এবং প্রসারের লক্ষ্যে

যোগ ৩৬৫... যাতে যোগ নিত্যদিনের অভ্যাস হয়ে ওঠে, শুধুমাত্র একটি বার্ষিক উদযাপন নয়।

২০১৫তে সূচনার সময় থেকেই আন্তর্জাতিক যোগ দিবস দ্রুততার সঙ্গে বিশ্বের অন্যতম সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। এখন ভারত সরকারের লক্ষ্য হল, একদিনের উদযাপনের পরিবর্তে এটিকে প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত করা। এই লক্ষ্যকে মাথায় রেখে 'যোগ ৩৬৫' উদ্যোগ চালু করা হয়েছে. এর লক্ষ্য হল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং সম্প্রদায়কে সারা বছর ধরে নিয়মিত যোগাভ্যাসার সঙ্গে যুক্ত রাখা। মানুষের ধারাবাহিক অংশগ্রহণ, প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারের মাধ্যমে যোগ ৩৬৫-র লক্ষ্য হল প্রত্যেককে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা, অন্তর্ভুক্তি এবং অভ্যাস চালিত করে তোলা। এই উদ্যোগের আওতায় সরকার অনলাইনে বিনা খরচে যোগ সেশনের ব্যবস্থা করেছে। এইসব সেশনের বৈশিষ্ট্য হল, সহজ রুটিন মেনে প্রতিদিন যোগচর্চা করা।

সম্মিলিত ভুজঙ্গাসনের দেশীয় রেকর্ড

২১ জুনের আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের ৫০ দিন আগে কানহা শান্তি বনম-এ ৬০০০-এর বেশি অংশগ্রহণকারী ভুজঙ্গাসনে (কোবরা ভঙ্গিমা) সামিল হন। একসঙ্গে এই ধরনের যোগাসন এশিয়া বুক অফ রেকর্ডস-এ বৃহত্তম গ্রুপ হিসেবে জায়গা করে নেয়। এটি সম্মিলিত অংশগ্রহণের চেতনা এবং যোগের মাধ্যমে পারস্পরিক সুস্থতার বার্তাকে তুলে ধরে।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের জনপ্রিয়তা বাড়ছে

২০২৫

বিশাখাপত্তনমে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদীর উপস্থিতিতে ৩০০,০০০-র বেশি মানুষ যোগ দেন। দুটি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড তৈরি হয় : ১. একটি স্থানে বৃহত্তম যোগ সেশন ; ২. বৃহত্তম সম্মিলিত সূর্য নমস্কার।

বিষয় : 'এক পৃথিবী, এক স্বাস্থ্যের জন্য যোগ'

২০২৪

আয়োজিত হয় শ্রীনগরে। এতে ব্যক্তি এবং সামাজিক সুস্থতা, উভয় ক্ষেত্রেই যোগের দ্বৈত ভূমিকা তুলে ধরা হয়।

বিষয় : 'নিজে এবং সমাজের জন্য যোগ'

২০২৩

প্রধানমন্ত্রী ২০২৩-এ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদর দপ্তরে উদযাপনে নেতৃত্ব দেন। এতে বিশ্বের ১৩৫টি দেশ অংশগ্রহণ করে।

বিষয় : বসুধৈব কুটুম্বকম-এর জন্য যোগ

২০২২

প্রধানমন্ত্রী মোদী কর্নাটকের মাইসুরুতে অন্যদের সঙ্গে যোগে অংশ নেন।

বিষয় : 'মানবতার জন্য যোগ'

২০২১

বিশ্বজুড়ে অতিমারির পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী ভার্চুয়াল মাধ্যমে ভাষণ দেন। WHO- mYoga অ্যাপ চালু করা হয়।

বিষয় : 'সুস্থতার জন্য যোগ'

২০২০

বিশ্বজুড়ে কোভিড-১৯ সংকটের কারণে কোনও সমবেত অনুষ্ঠান হয়নি। তবে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠান হয়েছিল।

বিষয় : 'বাড়িতে যোগ ও পরিবারের সঙ্গে যোগ'

২০১৯

প্রধানমন্ত্রী মোদী রাঁচিতে যোগ দিবসে অংশ নেন।

বিষয় : হৃদযন্ত্রের পরিচর্যায় যোগ

২০১৮

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেরাদুনে ৫০,০০০ মানুষের সঙ্গে যোগে অংশ নেন।

বিষয় : শান্তির জন্য যোগ

২০১৭

লক্ষ্ণৌয় ৫১,০০০ মানুষের উদযাপন। সেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদী জীবনযাপনের ক্ষেত্রে যোগের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন।

বিষয় : স্বাস্থ্যের জন্য যোগ

২০১৬

চন্ডিগড়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, সেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদীর উপস্থিতিতে ৩০,০০০ মানুষ অংশ নেন।

বিষয় : এসডিজি-র জন্য যোগ

২০১৫

নতুন দিল্লির কর্তব্য পথে অনুষ্ঠিত হয়। এতে যোগ দেন ৩৫,৯৮৫ জন। দুটি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড তৈরি হয়।

বিষয় : সম্প্রীতি ও শান্তির জন্য যোগ

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৬-এর বিষয়: 'স্বাস্থ্যকর বার্ধক্যের জন্য যোগ'

আশাকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

এই প্রথম আয়ুষ মন্ত্রক এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রক যৌথভাবে যোগকে একটি প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। যোগকে 'ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট'-এর একটি প্রধান অংশ হিসেবে যুক্ত করা

হয়। যোগের চর্চা এখন সময়ের চাহিদা হয়ে উঠেছে। স্বাস্থ্য ও শরীর শিক্ষার পাশাপাশি একে প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেছে এনসিইআরটি।শেষ পর্যন্ত 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের আওতায় ১২,৫০০ আয়ুষ্মান স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশজুড়ে যোগ প্রশিক্ষণের সুসংহত উদ্যোগ নেওয়া হয়।

সংস্কৃতির চিরন্তন ঐতিহ্য

এটি ভারতীয়দের কাছে আজ অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, দেরাদুন থেকে ডাবলিন, সাংহাই থেকে চিকাগো এবং জাকার্তা থেকে জোহানেসবার্গ - সর্বত্র যোগ ছড়িয়ে পড়েছে। হিমালয়ের সুউচ্চ শৃঙ্গ, হাজার হাজার ফুট উচ্চতা কিংবা মরুভূমির তীব্র গরম – যাই হোক না কেন, যোগ যে কোনও পরিস্থিতিতে প্রতিটি জীবনকে সমৃদ্ধ করে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "যখন বিভেদকামী শক্তি প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে, বিভাজন ঘটতে থাকে, যখন ব্যক্তি, সমাজ এবং দেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আসে, যখন সমাজের মধ্যে প্রাচীর গড়ে ওঠে, যখন পরিবারের মধ্যে অনৈক্য বাড়তে থাকে এবং জীবনের ক্রমবর্ধমান চাপ সইতে না পেরে যখন কেউ ভেঙে পড়েন, তখন যোগ মেলবন্ধন ঘটায়, এটি মানুষকে একত্রিত করে।"

যোগকে ধন্যবাদ, অসংখ্য নতুন নতুন যোগ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে, যোগ প্রশিক্ষকের চাহিদা বাড়ছে। আজ তরুণরা যোগকে পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছেন, এইসব প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেদের কেরিয়ার তৈরি করছেন। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতীয় যোগ প্রশিক্ষকদের চাহিদা বাড়ছে। আন্তর্জাতিক স্তরে যোগ নতুন কর্মসংস্থানের বাজার তৈরি করছে। এই সমস্ত প্রয়াসের ক্ষেত্রে ভারতের মানুষ আন্তর্জাতিকভাবে অত্যন্ত সম্মানজনক অবস্থানে রয়েছেন। মাত্র কয়েক বছর আগে ইউনেস্কো সরকারিভাবে ভারতীয় যোগকে 'ইন্ট্যাজিবল কালচারাল হেরিটেজ অফ হিউম্যানিটি' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এখন বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও কলেজের পাঠক্রমে যোগ প্রশিক্ষণকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। আজ ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যও যোগকে তাদের শিক্ষা কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত করেছে। এর ফলে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শত শত বছরের পুরনো এই বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠবে। এর প্র্যাক্টিশনার হয়ে উঠবেন এবং যোগকে তাঁদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তুলবেন।

যোগের ক্রমবর্ধমান বাজার

- ভারতে যোগের ইতিহাস প্রায় ৫,০০০ বছরের পুরনো।
- অ্যালায়েড মার্কেট রিসার্চের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৯ সালে যোগের আন্তর্জাতিক বাজার ছিল ৩৭.৫ বিলিয়ন ডলার।

৬৬.৪ বিলিয়ন ডলার ২০২৭ সালের মধ্যে যোগের আন্তর্জাতিক বাজার দাঁড়াবে বলে অনুমান।

১৫৬.১১ বিলিয়ন ডলারের বাজার ছিল বিশ্ব যোগ পর্যটনে ২০২১ সালে।

৫.৮% বার্ষিক অগ্রগতি ধরা হয়েছে বিশ্ব যোগ পর্যটন বাজারে ২০২২ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে, www.grandviewresearch.com – এর গবেষণা অনুযায়ী।

সাধারণ মানুষ যোগাভ্যাস করছেন, প্রাচীন ভারতে যোগের উপস্থিতির প্রমাণ দিচ্ছে সিন্ধু-সরস্বতী উপত্যকা সভ্যতার অবশেষ এবং সিলমোহর।

যোগের ব্যাপ্তি

৬+ লক্ষ যোগ স্বেচ্ছাসেবক মোরারজি দেশাই ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ যোগ-এ প্রশিক্ষণ নিয়েছেন

৭+ লক্ষ যোগ পেশাদার এবং স্বেচ্ছাসেবককে যোগ সার্টিফিকেশন বোর্ডের পক্ষ থেকে স্বীকৃতি প্রদান

৭০+ কলেজে ন্যাচারোপ্যাথি ও যোগ বিজ্ঞান (বিএনওয়াইএস)-এ স্নাতকের ব্যবস্থা।

৫,০০০+ যোগ প্রশিক্ষণ সংস্থা

১৯০+ দেশে এখন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন করা হয়

২৫ মিলিয়ন বাড়িতে পরিবারের অন্তত একজন সদস্য ভারতে প্রতিদিন যোগচর্চা করেন, জাতীয় সমীক্ষা অনুযায়ী।

যোগের আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়তার পথ ধরে গত এক দশকে বিশ্বে যোগের বাজার পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কোমল শক্তি হিসেবে যোগের আত্মপ্রকাশ

যোগের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি একে "ভারতের কোমল শক্তি উদ্যোগ" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একটি দেশের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব সমাজে এর সৃজনশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটায়। অন্যদিকে, সরকার একে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করে থাকে। ২০১৪ সালের আগেও বিদেশে মানুষ যোগচর্চা করতেন। তথাপি, প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রেরণায় রাষ্ট্রসঙ্ঘ ২১ জুনকে "আন্তর্জাতিক যোগ দিবস" হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, যা এর আন্তর্জাতিক উদযাপনের ছবি বদলে দিয়েছে। আজ এটি বিশ্বের বৃহত্তম সাংস্কৃতিক উৎসবের চেহারা নিয়েছে। যোগের উৎপত্তি ভারতে, এটি হ'ল – একটি শৃঙ্খলা, যা বিনা খরচে যে কেউ চর্চা করতে পারেন। ২১ জুন, ২০১৫ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপিত হয়। যোগের উপকারিতা নিরলসভাবে তুলে ধরে আন্তর্জাতিক মঞ্চে স্বীকৃতি অর্জন করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে ব্যাপক প্রসার প্রত্যেক নাগরিকের মনে এই উপলব্ধি এনে দিয়েছে যে, দেশ গড়ার প্রতিটি প্রক্রিয়া এবং কার্যকলাপে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সুস্বাস্থ্য রক্ষা একান্ত আবশ্যক। স্বাস্থ্য পরিচর্যা মানুষের আয়ু বাড়িয়ে দিয়েছে এবং সেই সুবাদে ভারতের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হচ্ছে। এটি ক্রমশ কর্মযোগে রূপান্তরিত হয়েছে। একটি দেশের আর্থিক স্থায়িত্ব সুস্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে পরিমাপ করা যেতে পারে। জীবনের আয়ু এক বছর বৃদ্ধির অর্থ হ'ল, দেশের জিডিপি-র ৪ শতাংশ বৃদ্ধি।

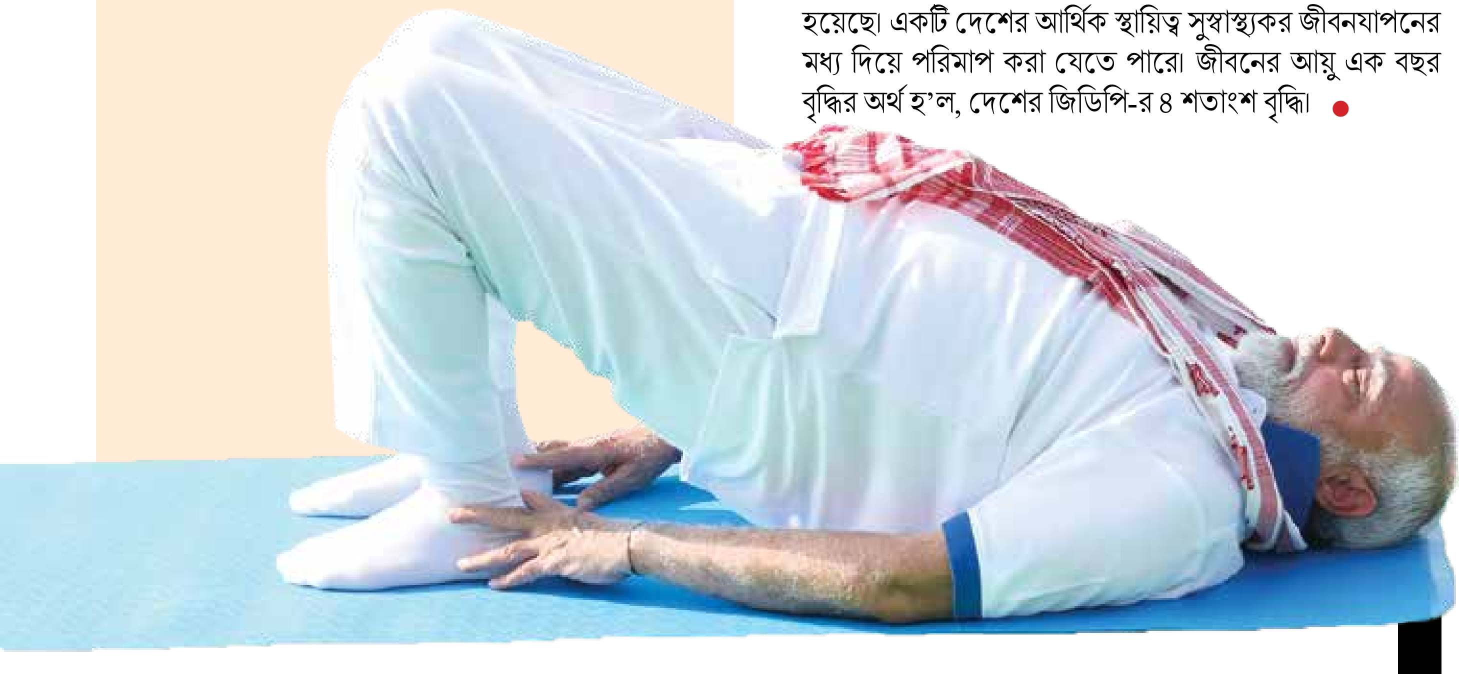

৫১,০০০-এরও বেশি নিয়োগপত্র বিলি করা হয়েছে

যুবকদের অগ্রগতি

একটি উন্নত ভারতের নেপথ্যের শক্তি

কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের যুবকদের নতুন সুযোগ প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রচেষ্টায়, রোজগার মেলা একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে কাজ করে। আজ পর্যন্ত, দেশজুড়ে ১৯টি রোজগার মেলার আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে ১২ লক্ষেরও বেশি তরুণ চাকরিপ্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। ২৩ মে, দেশব্যাপী ৪৭টি স্থানে একযোগে অনুষ্ঠিত ১৯তম রোজগার মেলায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৫১,০০০-এরও বেশি তরুণ চাকরিপ্রার্থীর মধ্যে নিয়োগপত্র বিতরণ করেন, যারা সরকারি চাকরি পেয়েছিলেন...

উন্নত ভারতের দিকে যাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের যুবসমাজ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আজ প্রতিটি ভারতীয় এক মহৎ সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছে – ২০৪৭ সালের মধ্যে একটা উন্নত ভারত গড়ার সংকল্প। রোজগার মেলায় নিয়োগপত্র বিতরণ করার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে, ভারতের সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্র সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন প্রচারাভিযান ও উদ্যোগে বিপুল বিনিয়োগ করছে। এই বিনিয়োগগুলি দেশের মধ্যেই যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছে, যার ফলে তারা তাদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারছেন। নিয়োগপত্র পাওয়ার পর, আপনি একজন সরকারি কর্মচারী হিসেবে আপনার কর্মজীবন শুরু করছেন। তাই, দেশের জন্য 'ব্যবসা করার সহজতা' যে অপরিসীম অগ্রাধিকার পায়, তা আপনাকে সবসময় মনে রাখতে হবে।

আজ ভারতের যুবসমাজ এমনভাবে নিজেদের উন্নতি করার এবং স্বপ্ন পূরণের সুযোগ পাচ্ছে যা আগে ছিল না। উৎপাদন প্রযুক্তি, স্টার্টআপস, ডিজিটাল পরিষেবা, রেল,

"আজ ভারতের যুবসমাজ বিশ্বজুড়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের ছাপ রাখছে। এই একই চেতনা ও শক্তির প্রতিফলন জনসেবার ক্ষেত্রেও ঘটা উচিৎ। এমন তরুণদের প্রচেষ্টাতেই একটা 'উন্নত ভারত' গড়ে উঠবে – যারা নিজেদের কাজকে দেশসেবার মাধ্যম হিসেবে দেখে।"

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

প্রতিরক্ষা এবং মহাকাশ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের যুবসমাজের জন্য অগণিত সুযোগ অপেক্ষা করছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিশ্চিত করেছেন যে, সরকারের প্রচেষ্টা হল সর্বাধিক সংখ্যক তরুণ তরুণী যেন এই নতুন সুযোগগুলি কাজে লাগাতে পারে এবং তাদের প্রতিভা প্রদর্শনের জন্য সম্ভাব্য সবধরণের সুযোগ পায়। তাই দক্ষতা উন্নয়ন, শিল্পভিত্তিক শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির ওপর ক্রমাগত জোর দেওয়া হচ্ছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

(আইটিআই)-গুলিকে আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে এবং ন্যাশনাল স্কিলস ট্রেনিং ইনস্টিটিউট গুলিকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। 'পিএম সেতু'র মতো উদ্যোগগুলি ঠিক এই লক্ষেই সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

নির্বাচিত কর্মচারীরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে দায়িত্ব পালন করবেন

দেশের সব প্রান্ত থেকে নির্বাচিত নবনিযুক্ত প্রার্থীরা, যাদের ১৯তম রোজগার মেলায় নিয়োগপত্র হস্তান্তর করা হয়েছে, তারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এর মধ্যে রয়েছে রেল মন্ত্রক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, আর্থিক পরিষেবা বিভাগ, উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং অন্যান্য।

যুবকদের নতুন সুযোগ প্রদানে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

- ভারত সরকার এবং সহযোগী রাজ্য সরকারগুলির দ্বারা লক্ষ লক্ষ নিয়োগপত্র বিতরণ।
- মহিলা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলার প্রার্থীদের জন্য বিশেষ সুবিধা।
- ইউপিএসসি, এসএসসি, রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড এবং আইবিপিএস-এর মতো মর্যাদাপূর্ণ পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ।
- সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে ১৩টি আঞ্চলিক ভাষায় নিয়োগ পরীক্ষার ব্যবস্থা।
- iGOT-কর্মযোগী পোর্টালে উপলব্ধ ৪,৮০০-র বেশি উচ্চমানের ই-লার্নিং কোর্সের মাধ্যমে ১.৬৫ কোটিরও বেশি কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।
- একটি স্বচ্ছ ও মেধাভিত্তিক নিয়োগ প্রক্রিয়া যা তরুণদের স্বপ্নকে নতুন ডানা দিচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

রোজগার মেলা যুবকদের সরকারি চাকরি প্রদান করে

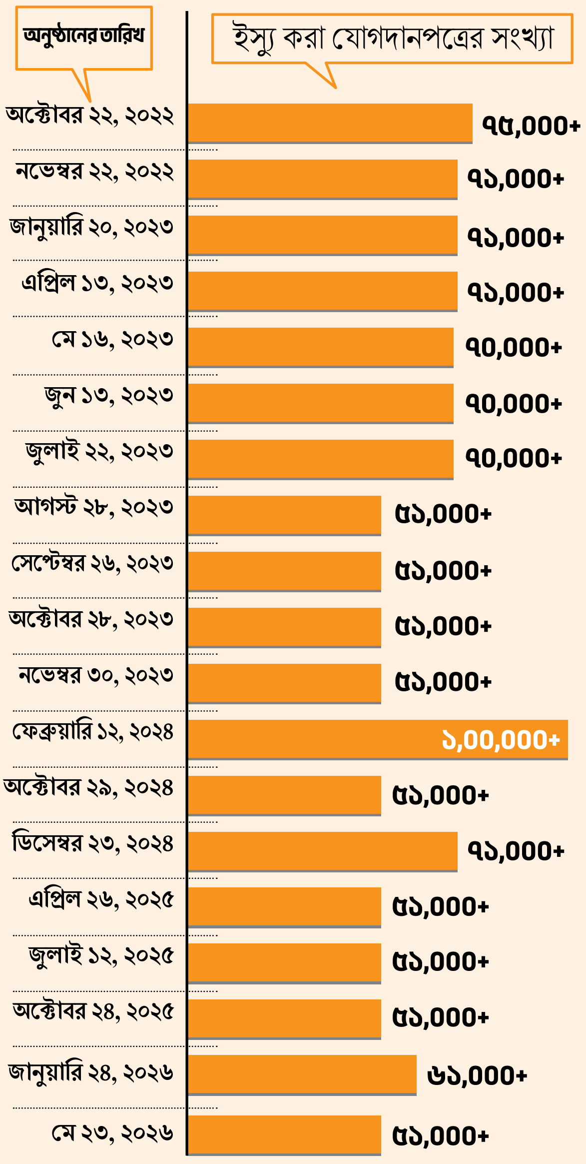

ভারতীয় জনগণের আকাঙ্ক্ষা বাড়ছে

আজ ভারতের জনগণের আকাঙ্ক্ষা আকাশছোঁয়া। এটা উন্নয়নের একটা ইতিবাচক সূচক। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে, আমাদের শুধুই সহনাগরিকদের আকাঙ্ক্ষা বুঝলেই হবে না বরং তা পূরণের জন্য সমান গতি ও তীব্রতার সঙ্গে কাজও করতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে, সরকারি চাকরিতে প্রবেশকারী তরুণ প্রার্থীদের ভুমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী যুবকদের নিরন্তর শিখতে এবং নতুন প্রযুক্তি, নতুন ব্যবস্থা এবং পরিবর্তনশীল চাহিদার সঙ্গে নিজেদেরকে প্রতিনিয়ত মানিয়ে নিতে আহ্বান জানান। এই প্রচেষ্টায় iGOT-কর্মযোগী প্ল্যাটফর্মটি আপনাদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে। 'কর্মযোগী প্রারম্ভ'-এর মতো মডিউলগুলি আপনাদের দায়িত্ব বুঝতে অনেক সাহায্য করবে। আমি আপনাদের এই সম্পদগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করছি। ●

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত

খাদ্যের জন্য নতুন উদ্যোগ

নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্ন পরিবহণ

কেন্দ্রীয় সরকার দরিদ্রদের জন্য কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিকে আরও স্বচ্ছ ও কার্যকর করতে প্রযুক্তির ব্যবহার করছে। এই উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা সারথক-পিডিএস প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য ২৫,৫৩০ কোটি টাকার একটি বরাদ্দ অনুমোদন করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত সুবিধাভোগী রেজিস্ট্রি তৈরি, জিপিএস ট্র্যাকিং এবং QR কোড ট্যাগিং-এর মতো উচ্চপ্রযুক্তির ব্যবস্থার মাধ্যমে ভর্তুকিযুক্ত খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক সুবিধা সহ ১০০% সুবিধা সরাসরি দরিদ্রদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। এছাড়াও, পরিকাঠামো-সম্পর্কিত উদ্যোগের পাশাপাশি, দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলের মধ্যে পুরনো ট্রাক ও বাস প্রতিস্থাপনের একটা প্রকল্প সহ আরও বেশকিছু প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তের ওপর সাংবাদিক সম্মেলনটি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

সিদ্ধান্তঃ দিল্লি-এন সিআর –এর পুরনো ট্রাক ও বাসগুলিকে BS-VI মানসম্মত বা বৈদ্যুতিক যানবাহন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হবে; প্রকল্পটি অনুমোদিত।

প্রভাবঃ দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলের প্রায় ১৯১,০০০ ট্রাক এবং ১৬,৩২৯টি বাস এই প্রতিস্থাপন প্রকল্পের দ্বারা উপকৃত হবে। আশা করা হচ্ছে, এই উদ্যোগটি এই অঞ্চলের বায়ু দূষণ কমাতে উল্লেখ্য অবদান রাখবে। এটা একটা পরিবেশবান্ধব পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে এবং এই অঞ্চলের সামগ্রিক বায়ুর মানের উন্নতি ঘটাবে।

সিদ্ধান্তঃ হাইব্রিড অ্যানুইটি মোডের অধীনে ওড়িশায় রামেশ্বর থেকে পারাদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি নতুন উপকূলীয় মহাসড়ক নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে (এটা দুটি প্যাকেজে নির্মিতব্য মোট ১৬০.১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি বৃহত্তর উপকূলীয় মহাসড়ক প্রকল্পের অংশ)।

প্রভাবঃ এই অংশের মোট দৈর্ঘ্য ১৬০.১৮ কিলোমিটার। প্রকল্পটির আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৮,৩০০.৭৯ কোটি টাকা। এই প্রকল্পগুলি পিএম গতি শক্তির নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এগুলি ৯টি ইকোনমিক নোড ও ৫টি লজিস্টিকস নোডকে আন্তঃসংযুক্ত করবে। আশা করা হচ্ছে, এটা দেশের লজিস্টিকস পারফরম্যান্স ইনডেক্স (এলপি আই)-এর ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

- প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে, রামেশ্বর এবং পারাদ্বীপের মধ্যে যাতায়াতের সময় প্রায় ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট কমে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটা যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের জন্য নিরাপদ, দ্রুত এবং নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ নিশ্চিত করবে। এছাড়াও, এই প্রকল্পের ফলে জ্বালানি খরচ, কার্বন নিঃসরণ এবং যানবাহন পরিচালনার ব্যয় কমবে।

সিদ্ধান্তঃ বিহারের এনএইচ -৩১ এবং এনএইচ -২৩১-এর খাগাড়িয়া-পূর্ণিয়া অংশ (১৪৩.৫২৯ কিমি)-কে বিওটি (টোল) পদ্ধতিতে ৩,৯৩৬.০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪-লেনের মানে উন্নীত করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

প্রভাবঃ এর ফলে খাগাড়িয়া, ভাগলপুর, কাটিহার এবং পূর্ণিয়া জেলার শহরাঞ্চলে বিদ্যমান গুরুতর জ্যামিতিক ত্রুটি, তীক্ষ্ণ বাঁক এবং যানজটের সমস্যার সমাধান হবে। এই প্রকল্পের আওতায় পূর্ণিয়া শহরের জন্য প্রায় ৭ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি বর্ধিত গ্রিনফিল্ড বাইপাসও নির্মাণ করা হবে। এই প্রকল্পটি শুধুই গড় ভ্রমণের গতিই বাড়াবে না বরং ভ্রমণের সময়ও প্রায় দু'ঘন্টা কমিয়ে আনবে। এর ফলে সড়ক নিরাপত্তা, জ্বালানি সাশ্রয় এবং যানবাহন পরিচালনার খরচ কমবে।

সিদ্ধান্তঃ রেশন পরিবহণ, ব্যবস্থাপনা এবং গণবণ্টন ব্যবস্থা (পিডিএস) স্বয়ংক্রিয়করণ সহায়তা প্রকল্প (সারথক-পিডিএস) একটি সমন্বিত আমব্রেলা স্কিম হিসেবে অব্যাহত রাখার অনুমোদন।

প্রভাবঃ

- রেশন পরিবহণে সহায়তা প্রকল্প এবং স্মার্ট গণবন্টন ব্যবস্থা (পিডিএস) প্রকল্পগুলিকে এক করে এর নামকরণ করা হয়েছে 'সারথক-পিডিএস'।
- রাজ্য-কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে খাদ্যশস্যের চলাচল ও ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যয় করা অর্থের ওপর কেন্দ্রীয় সহায়তার নিয়মাবলীর সংশোধন।
- এফপিএস ডিলারদের জন্য চালু কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা এবং মার্জিন সহায়তা অব্যাহত থাকবে।
- আরও কার্যকর, স্বচ্ছ এবং প্রযুক্তিচালিত গণবন্টন ব্যবস্থার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে।
- এনএফএসএ-এর কার্যকর বাস্তবায়নকে শক্তিশালী করার জন্য একটি সমন্বিত এবং আন্তঃকার্যকরী গণবন্টন কাঠামো তৈরি করা হবে।
- গণবন্টন কার্যক্রমকে আধুনিকীকরণের জন্য এআই, এমএল, এনএলপি এবং ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।
- একটি রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ এবং এআই-ভিত্তিক অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।
- রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে আধার সিডিং, ই-পিওএস অটোমেশন এবং কম্পিউটারাইজড সাপ্লাই-চেইন ম্যানেজমেন্ট প্রসারিত করা হবে।

২৫,৫৩০

কোটি টাকার কেন্দ্রীয় ব্যয় অনুমোদন করা হয়েছে ষোড়শ অর্থ কমিশনের মেয়াদের জন্য।

৮১.৩৫

কোটি সুবিধাভোগী উপকৃত হবেন জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের অধীনে, যা দেশের খাদ্য সুরক্ষা কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে।

এই প্রকল্পটি ২০৩১ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত চালু থাকবে

সিদ্ধান্তঃ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক দু'ধরণের ফ্লাইটের জন্য অ্যাভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল (ATF)-এর দাম স্থিতিশীল রাখতে নির্ধারিত ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলিকে সহায়তা করার জন্য তেল বিপণন সংস্থাগুলিকে (OMC) এককালীন ১০,০০০ কোটি টাকা পর্যন্ত বাজেট সহায়তার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

প্রভাবঃ এই বাজেট সহায়তা পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের অনুদানের দাবির মাধ্যমে OMC গুলিকে সুদ মুক্ত অগ্রিম হিসেবে প্রদান করা হবে। পশ্চিম এশিয়ার সংকটের কারণে জ্বালানির দামে অভূতপূর্ব অস্থিরতা অব্যাহত রয়েছে; এই সময়ে ATF –এর মূল্য স্থিতিশীল রাখতে OMCগুলিকে এই সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্তঃ হাইব্রিড অ্যানুইটি মডেল (HAM) –এর অধীনে জাতীয় মহাসড়ক (NH)- ৬৩-এর চালু আরমুর-জগতিয়াল –মানচেরিয়াল অংশ এবং বিল্ড-অপারেট-ট্রান্সফার (টোল) পদ্ধতির অধীনে জাতীয় মহাসড়ক (NH)- ৫৬৩-এর জগতিয়াল-করিমনগর অংশকে ৪-লেনের মানে উন্নীত করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

প্রভাবঃ এই অংশগুলির মোট দৈর্ঘ্য ১৯০.৭৬কিমি। প্রকল্পটির আনুমানিক ব্যয় ৭,৫০০ কোটি টাকা। এটা শেষ হলে, যাতায়াতের সময় কমবে। নিরাপদ, দ্রুততর এবং নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ নিশ্চিত হবে। এই প্রকল্পের ফলে জ্বালানি খরচ, কার্বন নিঃসরণ এবং যানবাহন পরিচালনার ব্যয়ও উল্লেখ্যভাবে হ্রাস পাবে।

সিদ্ধান্তঃ মধ্যপ্রদেশে একটি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যার আওতায় NH-৩৪৭বি -এর ১২৫ কিমি হিওয়ারখেড়ি-রোসনি-আশাপুর-রুধি অংশকে ২-লেনের মানে উন্নীত করা হবে এবং প্রায় ১০৯ কিমি দেশগাও-জুলওয়ানিয়া অংশকে ৪-লেনের মানে প্রশস্ত করা হবে। নির্মাণকাজ 'হাইব্রিড অ্যানুইটি মোড'-এর অধীনে করা হবে।

প্রভাবঃ প্রকল্পটির আনুমানিক ব্যয় ৪,৪১৫.৬০ কোটি টাকা। এর ফলে গড় যাতায়াতের গতি বাড়বে। সংযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে। সড়ক নিরাপত্তা, জ্বালানি সাশ্রয় এবং যানবাহন পরিচালনার ব্যয় কমবে। এই প্রকল্পটি মধ্যপ্রদেশের প্রধান অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সরবরাহ কেন্দ্রগুলিকে নির্বিঘ্নে সংযুক্ত করবে। ●

পদ্ম পুরস্কার ২০২৬

দেশনায়কদের সম্মাননা

রাষ্ট্রপতি ভবনের গণতন্ত্র মণ্ডপ আবারও জাতির অনন্য প্রতিভা, অসাধারণ সেবা এবং অদম্য সাহসের দ্যুতিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল। ২৫ মে, প্রথম অসামরিক পদক প্রদান অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ২০২৬ সালের জন্য নির্বাচিত ১৩১ জনের মধ্যে থেকে ৬৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে মর্যাদাপূর্ণ পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ এবং পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত করেন।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ২টি পদ্মবিভূষণ, ৬টি পদ্মভূষণ এবং ৫৮টি পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানটি শুধুই একটা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ছিল না; এটা ছিল সেইসব তৃণমূল স্তরের নায়কদের নিষ্ঠা ও কৃতিত্বের উদযাপন, যারা তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশকে বদলে দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি ভবনে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে ভারতের সেইসব সন্তানদের সম্মানিত করা হয়, যারা শিল্পকলা, সাহিত্য, সমাজসেবা, বিজ্ঞান এবং শিল্পের মতো ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানের মাধ্যমে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। এটা সেইসব অসাধারণ ব্যক্তিত্বদের গল্প, যাদের জীবনযাত্রা তাঁদেরকে ভারতের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননার তালিকায় স্থান করে দিয়েছে। এই বছরের শুরুতে, ২৫ জানুয়ারি, ভারত সরকার ২০২৬ সালের জন্য ১৩১ জন পদ্ম পুরস্কার প্রাপকের নাম ঘোষণা করে।

পদ্মবিভূষণ

ধর্মেন্দ্র সিং দেওল (মরণোত্তর)

ভারতীয় সিনেমার একজন কিংবদন্তী অভিনেতা এবং প্রাক্তন সংসদ সদস্য, তিনি হিন্দি চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাসে অন্যতম বহুমুখী এবং সফল অভিনেতা হিসেবে বিবেচিত হন। বলিউডের 'হিম্যান' নামে জনপ্রিয় এই অভিনেতা ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে এক অসাধারণ কর্মজীবন উপভোগ করেছেন। তিনি ৩০০-র বেশি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন এবং হিন্দি সিনেমায় সর্বাধিক সংখ্যক হিট চলচ্চিত্র উপহার দেওয়ার রেকর্ডটি তাঁর দখলে। শিল্পের প্রতি তাঁর আজীবন নিবেদনের জন্য তিনি অসংখ্য মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। বলিউডে তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৯৭ সালে তাঁকে ফিল্মফেয়ার লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়। ২০১২ সালে, তিনি দেশের তৃতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার পদ্মভূষণেও সম্মানিত হন। চলচ্চিত্রে তাঁর সাফল্যের বাইরেও, ধর্মেন্দ্র ২০০৪ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত রাজস্থানের বিকানেরের প্রতিনিধিত্বকারী সংসদ সদস্য (লোকসভা) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৩৯ সালের ৮ ডিসেম্বর পাঞ্জাবের নাসরালিতে জন্মগ্রহণ করেন।

পদ্মশ্রী

- বিশ্ববন্ধু (মরণোত্তর)
- ভারত সিং ভারতী
- তাগা রাম ভীল
- হরমনপ্রীত কৌর ভুল্লার
- রতিলাল মোহনলাল বরিসাগর
- কুমার বোস
- জনার্দন বাপুরাও বোথে
- স্বামী ব্রহ্মদেব
- প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়
- দেবকী আম্মা জি
- ডাঃ রামচন্দ্র গডবোলে
- সুনিতা গডবোলে
- তেচি গুবিন
- ডাঃ এইচ. ভি. হান্ডে
- গাফফারউদ্দিন মেওয়াতী যোগী
- মীর হাজী কাসম
- রঘুবীর খেদকর
- আর. কৃষ্ণান কিতনা (মরণোত্তর)
- অধ্যাপক ড. লার্স-ক্রিশ্চিয়ান কোচ
- অধ্যাপক মমিদালা জগদেশ কুমার
- প্রবীণ কুমার
- কে.বিজয় কুমার
- শ্রিরং দেভবা লাড
- আঙ্কেগৌড়া এম
- অধ্যাপক (ড.) সরোজ মন্ডল
- প্রফেসর বুদ্ধ রশ্মি মণি
- নীলেশ বিনোদচন্দ্র মন্ডলেওয়ালা
- ডাঃ মহেন্দ্র কুমার মিশ্র
- তৃপ্তি মুখার্জি

পদ্মবিভূষণ

ড. (শ্রীমতি) এন. রাজাম

সঙ্গীত জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট শিল্পী ড. রাজাম বেহালা বাদনে এক অসামান্য প্রতিভার অধিকারী। বেহালার তারে তাঁর আঙুলের স্পর্শ লাগামাত্রই এক সম্মোহনী পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তিনি 'গায়কী অঙ্গ' নামে এক বিশেষ কৌশল প্রবর্তনের মাধ্যমে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে এক নতুন ধারার সূচনা করেন – এটা এমন এক পদ্ধতি যার মাধ্যমে বেহালায় কণ্ঠ সঙ্গীতের শৈলী ফুটিয়ে তোলা হয়; এই অনন্য শৈলী তাঁকে বিশ্বজুড়ে 'সিঙ্গিং ভায়োলিন' বা 'কণ্ঠ-সদৃশ বেহালা বাদন' –এর শিল্পী হিসেবে খ্যাতি এনে দেয়। ১৯৩৯ সালের ১৬ মার্চ এরনাকুলামের সঙ্গীত সমৃদ্ধ এক পরিবারে জন্মগ্রহণকারী ড. রাজাম তাঁর পিতা বিদ্বান এ. নারায়ণ আয়ারের কাছে তালিম নিয়ে নিজের সঙ্গীত ভিত্তিকে সুদৃঢ় ও সমৃদ্ধ করেছিলেন। একজন পরিবেশনকারী শিল্পী হিসেবে উজ্জ্বল কর্মজীবনের পাশাপাশি, তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পারফর্মিং আর্টস ফ্যাকাল্টিতে প্রায় চার দশক ধরে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বিভাগীয় প্রধান এবং পরবর্তীতে ফ্যাকাল্টির ডিন হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ড. রাজাম বিশ্বজুড়ে বহু দেশে - যার মধ্যে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, সুইজারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং সমগ্র ইউরোপে অসংখ্য সঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন। ড. রাজাম বেশকিছু মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। হিন্দুস্তানি সঙ্গীতে তাঁর অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে ১৯৮৪ সালে 'পদ্মশ্রী', ২০০৪ সালে 'পদ্মভূষণ' এবং ১৯৯০ সালে 'সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার' প্রদান করা হয়।

পদ্মভূষণ

শতাবধানী ড. আর. গণেশ

শতাবধানী ড. আর. গণেশ ভারতের এক অনন্য ধ্রুপদী শিল্পকলা 'অবধান' –এর একজন দিকপাল। এই শিল্পকলায় কলম বা কাগজের মতো কোন সহায়িকা ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে কবিতা বা শ্লোক রচনার মাধ্যমে বিভিন্ন কাব্যিক চ্যালেঞ্জের সমাধান করতে হয়। এটা শিল্পীর সৃজনশীলতা ও পান্ডিত্যের চূড়ান্ত পরীক্ষা নেয় এবং একই সঙ্গে একাধিক কাজ করার (মাল্টিটাস্কিং) ও ভিন্নধর্মী বা সৃজনশীল চিন্তাধারার (ল্যাটারাল থিংকিং) সক্ষমতা প্রকাশ করে। কন্নড় ভাষায় এই শিল্পকলাকে পুনরুজ্জীবিত করার কৃতিত্ব তাঁরই; তিনি এ পর্যন্ত মূলত কন্নড় ও সংস্কৃত ভাষায় ১,৩০০-এরও বেশি 'অষ্টাবধান' এবং ৫টি 'শতাবধান' পরিবেশন করেছেন। তিনি এই শিল্পের সবকটি বিন্যাসেই পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, বেশকিছু অভিনব উপাদান যোগ করেছেন এবং তরুণ প্রজন্মের শিল্পীদের এই প্রাচীন শিল্পকলা বাঁচিয়ে রাখতে অনুপ্রাণিত করেছেন। ১৯৬২ সালের ৪ ডিসেম্বর কর্ণাটকের কোলার-এ জন্মগ্রহণকারী ড. আর. গণেশ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর স্নাতক এবং মেটেরিয়ালস সায়েন্স ও মেটালার্জি এবং সংস্কৃত – দুই বিষয়েই স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন; এছাড়া কন্নড় ভাষায় তাঁর ডি. লিট. ডিগ্রি রয়েছে। তিনি কাব্যতত্ত্ব, ছন্দশাস্ত্র, সাহিত্য, দর্শন ও ধ্রুপদী শিল্পকলায় বিশেষ পারদর্শী এক বহুশাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত এবং ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিষয়ে তাঁর গভীর ও সূক্ষ্ম উপলব্ধি রয়েছে। তাঁর জানা ভাষাগুলির মধ্যে রয়েছে কন্নড়, সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি, তেলেগু, তামিল, হিন্দি, গ্রীক, ল্যাটিন ইত্যাদি।

পদ্মভূষণ

ভগত সিং কোশিয়ারি

উত্তরাখণ্ডে 'ভগত দা' নামে পরিচিত ভগত সিং কোশিয়ারি একজন বিশিষ্ট সমাজকর্মী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক এবং জাতীয়তাবাদী নেতা। তিনি জনসেবা এবং সমাজের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত অংশের উন্নয়নে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। ১৯৪২ সালের ১৭ জুন উত্তরাখণ্ডের বাগেশ্বর জেলার পালানধুরা গ্রামে জন্মগ্রহণকারী কোশিয়ারি ১৯৬৪ সালে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি লেকচারার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও পরবর্তীকালে নিজেকে শিক্ষা ও সমাজসেবার কাজে পুরোপুরি নিয়োজিত করেন। ১৯৯৭ সালে তিনি উত্তরপ্রদেশ বিধান পরিষদের সদস্য হন। উত্তরাখণ্ড রাজ্য গঠনের পর, তিনি রাজ্যের প্রথম মন্ত্রীসভায় ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং পরবর্তীতে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি রাজ্যসভা ও লোকসভা – দুই কক্ষেরই সংসদ সদস্য এবং মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন; পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে গোয়ার রাজ্যপালের ভূমিকাও পালন করেছেন।

পদ্মশ্রী

- হরিমাধব মুখোপাধ্যায় (মরণোত্তর)
- ডাঃ এ. ই. মুথুনায়গান
- সত্যনারায়ণ নন্দলাল নুয়াল
- কে. পাজানিভেল
- ধার্মিকলাল চুনিলাল পান্ড্য
- কৈলাশ চন্দ্র পন্ত
- গারিমেলা বালকৃষ্ণ প্রসাদ (মরণোত্তর)
- অধ্যাপক (ডঃ) রাজেন্দ্র প্রসাদ
- ডাঃ গুডুরু ভেঙ্কটা রাও
- দীপিকা রেড্ডি
- ডাঃ পালাকোন্ডা বিজয় আনন্দ রেড্ডি
- হরিচরণ সাইকিয়া
- প্রফেসর ভেম্পতি কুটুম্বা শাস্ত্রী
- প্রফেসর শফি শওক
- বলদেব সিং
- ইউমনাম যাত্রা সিং (মরণোত্তর)
- ডাঃ অশোক কুমার সিং
- শিবশঙ্করী
- ডাঃ আর. শ্রীধর
- প্রফেসর শ্যাম সুন্দর
- ডাঃ এস. জি. সুশীলম্মা
- এন. স্বামীনাথন
- ডাঃ কেওয়াল কৃষাণ ঠাকরল
- ডাঃ গোপাল জি ত্রিবেদী (মরণোত্তর)
- অরবিন্দ বৈদ্য
- প্রফেসর জুজার ভাসি
- ডাঃ নারায়ণ ব্যাস
- হ্যালি ওয়ার
- প্রফেসর গম্বির সিং ইয়োনজোন

পদ্মভূষণ

উদয় সুরেশ কুমার কোটাক

উদয় সুরেশ কুমার কোটাক, ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যাঙ্কার এবং আর্থিক পরিষেবা ক্ষেত্রের একজন পথিকৃৎ, ভারতের অন্যতম প্রধান একটি বেসরকারি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৫৯ সালের ১৫ মার্চ জন্মগ্রহণকারী কোটাক ১৯৮৫ সালে কোটাক মাহিন্দ্রা ফাইন্যান্স লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে কোম্পানিটি তার কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কিং, স্টক ব্রোকিং, বীমা, গাড়ি ঋণ এবং মিউচুয়াল ফান্ডের মতো পরিষেবাগুলি অন্তর্ভুক্ত করে। ২০০৩ সালের মার্চ মাসে এটা কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক-এ রূপান্তরিত হয় এবং ভারতের প্রথম 'নন-ব্যাঙ্কিং ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানি' (NBFC) হিসেবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া থেকে ব্যাঙ্কিং লাইসেন্স লাভ করে। তিনি ব্যাঙ্কটির সম্প্রসারণে নেতৃত্ব দেন এবং ২০১৪ সালে ING বৈশ্য ব্যাঙ্ক অধিগ্রহণের মাধ্যমে এর অবস্থান আরও সুদৃঢ় করেন। ভারতের ব্যাঙ্কিং ও আর্থিক ক্ষেত্রের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার নেতৃত্বে রয়েছেন; যার মধ্যে রয়েছে ইন্দো-ইউকে ফাইন্যান্সিয়াল পার্টনারশিপ (IUKFP)-এর কো-চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং গভর্নমেন্ট অফ সিঙ্গাপুর ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন –এর আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্য হওয়া। এছাড়া তিনি ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মনিটারি অথরিটি অফ সিঙ্গাপুর –এর আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা প্যানেলে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি (CII)-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবেও কাজ করেছেন।

ডা. কাল্লিপট্টি রামাসামি পালানিস্বামী

ডা. কাল্লিপট্টি রামাসামি পালানিস্বামী একজন বিশিষ্ট গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট, যার চিকিৎসা ক্ষেত্রে চার দশকেরও বেশি সময়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ১৯৪৯ সালের ১৫ মার্চ তামিলনাড়ুর কাল্লিপট্টি গ্রামে কৃষিনির্ভর পরিবারে জন্মগ্রহণকারী ডা. পালানিস্বামী ১৯৭২ সালে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে ১৯৮১ সালে তিনি মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডিএম (গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি) ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮৬ সালে তিনি স্ট্যানলি মেডিক্যাল কলেজে গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০০ সাল পর্যন্ত তিনি এই বিভাগের প্রধান ও অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং উত্তর চেন্নাইয়ে সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি সমাজের দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সেবায় বিশেষভাবে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি চেন্নাইয়ে রামকৃষ্ণ মঠ হাসপাতালে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সেবা প্রদান করেছেন। এছাড়া তিনি তাঁর নিজের গ্রাম কাল্লিপট্টিতে স্বাস্থ্যশিবিরের আয়োজন করতেন। পাশাপাশি, তিনি গ্রামের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়নেও অবদান রেখেছেন – যার মধ্যে রয়েছে একটি সেতু ও বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন নির্মাণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য নতুন ভবন তৈরি ও ভূগর্ভস্থ জলের স্তর পুনরুদ্ধারের জন্য চেক ড্যাম স্থাপন। চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০০৭ সালে তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয়।

পদ্মভূষণ

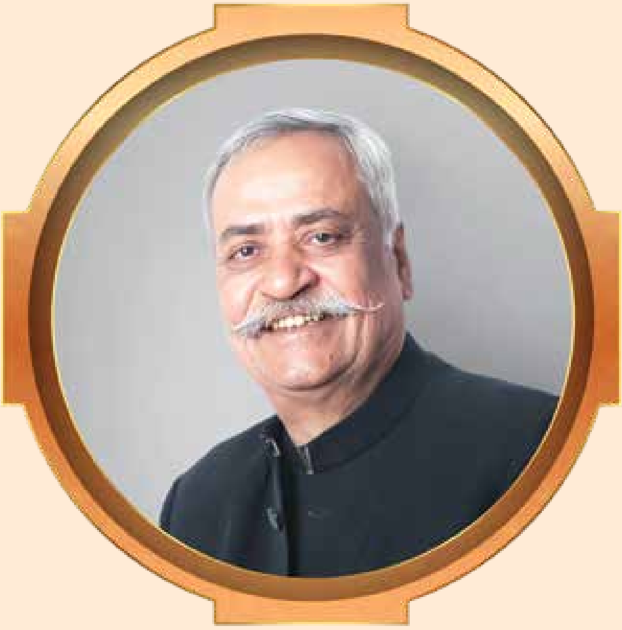

অধ্যাপক বিজয় কুমার মালহোত্রা (মরণোত্তর)

অধ্যাপক বিজয় কুমার মালহোত্রা ছিলেন একজন বিশিষ্ট ভারতীয় রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ এবং ক্রীড়া প্রশাসক। অধ্যাপক মালহোত্রা ১৯৩১ সালের ৩ ডিসেম্বর লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দি সাহিত্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন এবং কবি সোহনলাল দ্বিবেদীর ওপর গবেষণার জন্য পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি দিল্লির PGDAV কলেজে প্রায় ৩৬ বছর অধ্যাপনা করেছেন। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (RSS) এবং অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (ABVP) সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এগুলির মাধ্যমে রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯৬৭ সালে, মাত্র ৩৫ বছর বয়সে, তিনি দিল্লির সর্বকনিষ্ঠ চিফ একজিকিউটিভ কাউন্সিলর হন। তিনি পাঁচবার সংসদ সদস্য এবং দু'বার বিধানসভার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৯ সালে এক নির্বাচনে তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং কে পরাজিত করেছিলেন। ক্রীড়া প্রশাসনের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ; তিনি আর্চারি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং এই খেলাটিকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দিতে সহায়তা করেন। আবাসন, শিক্ষা, খেলাধুলা এবং বস্তি পুনর্বাসনের মতো ক্ষেত্রে তাঁর অবদান দিল্লির উন্নয়নে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তিনি ২০২৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হন।

পীযূষ পান্ডে (মরণোত্তর)

বিজ্ঞাপন জগতে পীযূষ পান্ডের প্রভাব ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ও যুগান্তকারী। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞাপন শিল্পের এক অবিসংবাদিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর প্রভাব শুধুই সৃজনশীলতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং কৌশলগত দূরদৃষ্টি, শিল্পের নেতৃত্ব এবং সাংস্কৃতিক সূক্ষ্ম বিষয়গুলির গভীর উপলব্ধির ক্ষেত্রেও তিনি অনন্য ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৯৫৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণকারী পান্ডে তাঁর কর্মজীবনে অসংখ্য স্মরণীয় ও আইকনিক বিজ্ঞাপন ক্যাম্পেনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। পোলিও নির্মূল অভিযানের জন্য 'দো বুন্দ জিন্দগি কি' এবং 'মিলে সুর মেরা তুমহারা'-র মতো ক্যাম্পেনগুলি শুধুই সাধারণ বিজ্ঞাপন ছিল না বরং সেগুলি সাংস্কৃতিক আইকনে পরিণত হয়েছিল। তাঁর সৃজনশীল প্রতিভা ভারতীয় বিজ্ঞাপন শিল্পকে এক স্বতন্ত্র পরিচিতি দান করেছিল। ২০১৬ সালে তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয়। তিনি ২০২৫ সালের ২৪ অক্টোবর প্রয়াত হন। তাঁর কাজ ও দূরদর্শী চিন্তাভাবনা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে যাবে এবং ভারতীয় বিজ্ঞাপন জগতের একজন প্রকৃত অগ্রদূত হিসেবে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়িক দৈনিক 'দ্য ইকোনমিক টাইমস' তাঁকে টানা ১৪ বছর ভারতের সবচেয়ে প্রভাবশালী বিজ্ঞাপন ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ৮০০-রও বেশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারজয়ী পান্ডে ছিলেন বিজ্ঞাপন জগতের সবচেয়ে বেশি পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয়।

প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানটি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

ইউরোপ থেকে উপসাগরীয় অঞ্চল পর্যন্তঃ
ভারতের ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক প্রভাবের প্রদর্শনী

বৈশ্বিক মঞ্চে ভারতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা এবং পরিবর্তনশীল ভূ-রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির প্রেক্ষাপটে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সংযুক্ত আরব আমিরাত, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, নরওয়ে এবং ইতালি সফর ভারতের নতুন বৈশ্বিক কৌশলের এক শক্তিশালী প্রদর্শনী হিসেবে কাজ করেছে। জ্বালানি নিরাপত্তা ও সবুজ প্রযুক্তি থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, বিনিয়োগ, উদ্ভাবন এবং কৌশলগত অংশীদারিত্বের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে এই সফরটি ভারতের বহুমুখী জাতীয় স্বার্থকে নতুন গতি দিয়েছে। এই সফরটি এমন এক সময়ে হয়েছে যখন বিশ্ব ক্ষমতার এক নতুন ভারসাম্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ভারত নিজেকে একটা নির্ভরযোগ্য, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও উন্নয়নমুখী বৈশ্বিক অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

পাঁচ দেশ সফরকালে (১৫ থেকে ২০ মে), প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর সমপর্যায়ের ব্যক্তিদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ও বৈশ্বিক দুই বিষয় নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত এই উচ্চপর্যায়ের আলোচনাগুলিতে ভারতের অর্থনৈতিক, কৌশলগত এবং বৈশ্বিক স্বার্থকে আলোচ্যসূচির কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়েছিল। এই বৈঠকগুলিতে জ্বালানি নিরাপত্তা, সবুজ প্রবৃদ্ধি, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, ডিজিটাল অংশীদারিত্ব, জল ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ এবং বাণিজ্য সম্প্রসারণের মতো বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে জ্বালানি ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সম্পর্ক নতুন শক্তি লাভ করলেও, ভারত ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে কথাবার্তায় একটি নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে তার ভূমিকা আরও সুদৃঢ় করেছে। এছাড়াও এই সফরটি বিকশিত ভারতের স্বপ্নকে তুলে ধরেছে এবং বৈশ্বিক ব্যবস্থায় দেশটির ক্রমবর্ধমান কার্যকারিতা ও নেতৃত্বদানের সক্ষমতাকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছে।

ভারত- সংযুক্ত আরব আমিরশাহি সম্পর্ক

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী সংযুক্ত আরব আমিরাতের ওপর হামলার নিন্দা জানান এবং দেশটির পাশে দাঁড়ানোর বিষয়ে ভারতের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে সেখানকার নেতৃত্ব ও জনগণের প্রতি ভারতের সমর্থন প্রকাশ করেন। ভারত হরমুজ প্রণালীতে নিরাপদ চলাচল এবং নিরবচ্ছিন্ন সামুদ্রিক পথ বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছে। ভারতের মতে, আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং জ্বালানি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুই নেতাই ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে জ্বালানি বিষয়ক অংশীদারিত্বের ক্রমাগত শক্তিশালী হওয়ার ঘটনায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং একে আরও এগিয়ে নিতে নতুন উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে সম্মত হন। এই প্রেক্ষাপটে, ইন্ডিয়ান স্ট্র্যাটেজিক পেট্রোলিয়াম রিজার্ভস লিমিটেড (ISPRL) এবং আবুধাবি ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানির মধ্যে কৌশলগত সহযোগিতার চুক্তিকেও স্বাগত জানানো হয়। এই চুক্তির আওতায়, ভারতের কৌশলগত পেট্রোলিয়াম মজুত ভান্ডারে সংযুক্ত আরব আমিরাতের অবদান বাড়িয়ে ৩০ মিলিয়ন ব্যারেল করা হবে। এছাড়া, ভারতে কৌশলগত গ্যাস মজুত গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও দুই দেশ যৌথভাবে কাজ করবে। দুই নেতাই ভারতে সংযুক্ত আরব আমিরাত-ভিত্তিক কোম্পানিগুলির ৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণাকে স্বাগত জানান। এর মধ্যে রয়েছে এমিরেটস NBD’র RBL ব্যাঙ্কে ৩ বিলিয়ন ডলার, আবুধাবি ইনভেস্টমেন্ট অথরিটির ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড (NIIF)-এ ১ বিলিয়ন ডলার এবং ইন্টারন্যাশনাল হোল্ডিং কোম্পানির সম্মান ক্যাপিটাল-এ ১ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ।

ভারত-ইতালি

ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইতালি সফর করেন, যা দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন গতি সঞ্চার করে। দুই নেতা ভারত-ইতালি সম্পর্ককে “বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্বের” পর্যায়ে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেন। এছাড়া, তাঁরা রাজনৈতিক সংলাপ, অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও বিনিয়োগ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, স্টার্টআপস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সুপারকম্পিউটিং, মহাকাশ, প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, সংস্কৃতি এবং শিক্ষা বিষয়ক আদানপ্রদানের মতো ক্ষেত্রগুলিতে যৌথভাবে কাজ করার বিষয়ে একমত হন। বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাস্ট্রসঙ্ঘের জরুরি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার ওপর দুই নেতাই গুরুত্ব দেন। তাঁরা হরমুজ প্রণালীর মধ্য দিয়ে অবাধ নৌ চলাচল এবং বিশ্বব্যাপী পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখারও আহ্বান জানান। দুই নেতা ২০২৯ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ২০ বিলিয়ন ইউরোতে তুলে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেন। তাঁরা ২০২৭ সালকে “ইতালি ও ভারতের মধ্যে সংস্কৃতি ও পর্যটন বর্ষ” হিসেবে উদযাপনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

ভারত-ডেনমার্ক দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা

অসলোতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ভারত-নর্ডিক শীর্ষ সম্মেলনের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ডেনমার্কের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন বৈঠকে মিলিত হন। দুই নেতা দ্বিপাক্ষিক সহযোগটার বিষয়গুলি পর্যালোচনা করেন।

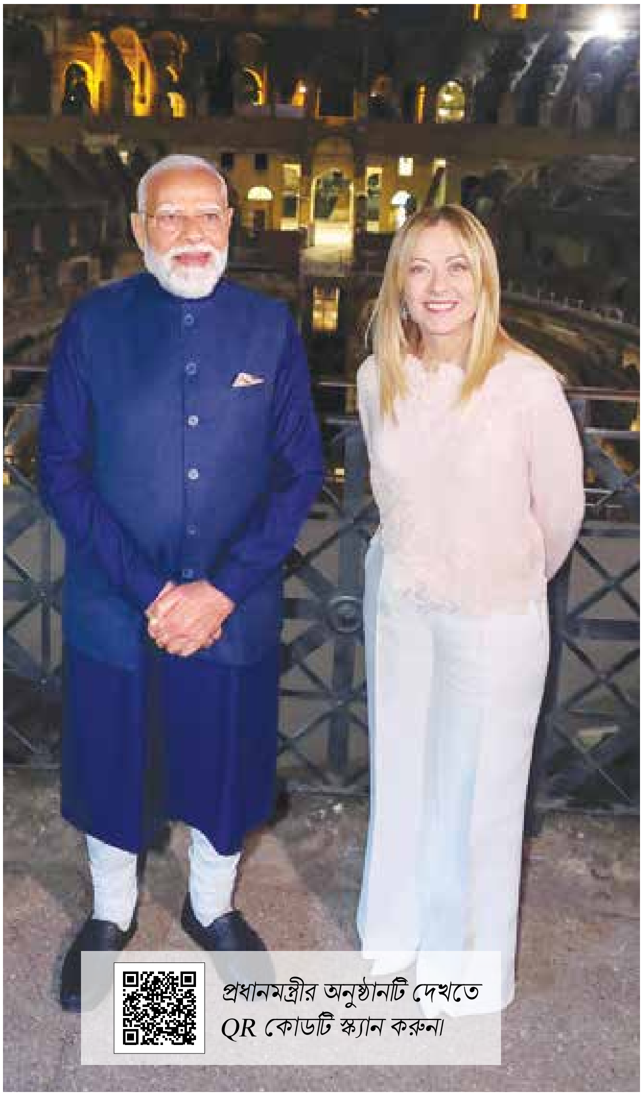

প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানটি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

রয়্যাল নরওয়েজিয়ান অর্ডার অফ মেরিট-এ ভূষিত

- অসলোতে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে নরওয়ের রাজা পঞ্চম হ্যারাল্ড প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'গ্র্যান্ড ক্রস অফ দ্য রয়্যাল নরওয়েজিয়ান অর্ডার অফ মেরিট' সম্মানে ভূষিত করেন।
- বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রদান করা এই সম্মাননাটি নরওয়ের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান। নরওয়ে ও মানবতার স্বার্থে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এটা প্রদান করা হয়।
- ভারত ও নরওয়ের ঐতিহাসিক বন্ধুত্বের উদ্দেশ্যে এই সম্মান উৎসর্গ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী এটাকে দুই দেশের জনগণের মধ্যে অটুট উষ্ণতা, বিশ্বাস ও ভালোবাসার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে অভিহিত করেন।

প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচিটি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

তাঁরা ইন্ডিয়া-ডেনমার্ক গ্রিন স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ বা পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সবুজ কৌশলগত অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতির প্রশংসা করেন; এই অংশীদারিত্বে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সহযোগিতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। দুই দেশ নতুন ও উদীয়মান প্রযুক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, উন্নত গবেষণা, স্টার্টআপস এবং শিক্ষাগত আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেয়। জলসম্পদ ক্ষেত্রের বিষয়ে, দুই নেতা বারাণসীতে স্বচ্ছ নদী নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'স্মার্ট ল্যাব' স্থাপনের ক্ষেত্রে ভারত ও ডেনমার্কের সফল সহযোগিতার বিষয়টি উল্লেখ করেন।

ভারত-নরওয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অসলোতে নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জোনাস গাহার স্টোরের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন। দুই নেতা ভারত-নরওয়ের সম্পর্কের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি, জ্বালানি রূপান্তর, ব্লু ইকোনমি এবং ওশেন গর্ভনেন্স, গবেষণা ও উচ্চশিক্ষা, আর্কটিক ও মেরু অঞ্চল বিষয়ক সহযোগিতা, মহাকাশ এবং দুই দেশের মধ্যে দক্ষ জনশক্তির আদানপ্রদান বা 'ট্যালেন্ট মবিলিটি' নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সুস্থায়ী উন্নয়ন ও পরিবেশবান্ধব অগ্রগতির প্রতি যৌথ অঙ্গীকারের প্রতিফলন হিসেবে দুই দেশ তাদের সম্পর্ককে 'গ্রিন স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ' বা সবুজ কৌশলগত অংশীদারিত্বের পর্যায়ে উন্নীত করতে সম্মত হয়েছে। দুই নেতা ২০৩০ সালের মধ্যে ভারত ও নরওয়ের মধ্যেকার বর্তমান বাণিজ্যের পরিমাণ দ্বিগুণ করার লক্ষ্যের ওপর জোর দেন। এছাড়া, TEPA-র আওতায় ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি পূরণ এবং ভারতে দশ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গতিশীল

প্রধানমন্ত্রী মোদী অ্যাগ্রিকোলা মেডেল-এ ভূষিত

- রোমে অবস্থিত সদর দপ্তরে রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ২০২৬ সালের মর্যাদাপূর্ণ অ্যাগ্রিকোলা মেডেল প্রদান করে সম্মানিত করেছে।
- ভারত ও বিশ্বমঞ্চে খাদ্য নিরাপত্তা, সুস্থায়ী কৃষি এবং গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসেবে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রী মোদী এই সম্মান ভারতের কৃষক এবং কৃষি বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানটি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানটি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ থেকে বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের পথে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অসলোতে আয়োজিত ইন্ডিয়া-নরওয়ে বিজনেস অ্যান্ড রিসার্চ সামিট-এ অংশগ্রহণ করেন। এই শীর্ষ সম্মেলনে ৫০টিরও বেশি কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO) এবং ভারত ও নরওয়ের ব্যবসা ও গবেষণা ক্ষেত্রের ২৫০ জনেরও বেশি প্রতিনিধি যোগ দেন। মূল সম্মেলনের আগে অসলোর বিভিন্ন জায়গায় চারটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। ব্লু ইকোনমি,জাহাজ নির্মাণ, সবুজ রূপান্তর, নবায়নযোগ্য শক্তি, স্বাস্থ্য-প্রযুক্তি, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ এবং স্টার্টআপস-এর মতো প্রধান ক্ষেত্রগুলিতে ভারতের বিনিয়োগ বাড়াতে নরওয়ের বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী দুই দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতি নতুন অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা, সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করা এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে আরও জোরদার করার আহ্বান জানান। এছাড়া, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জ্বালানি, বন্দর, স্বাস্থ্য পরিষেবা, কৃষি, বাণিজ্য ও প্রযুক্তি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের শীর্ষস্থানীয় ডাচ কোম্পানিগুলির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। ভারতের অর্থনৈতিক গতিশীলতার প্রতি ডাচ কোম্পানিগুলির ক্রমবর্ধমান আগ্রহের বিষয়টিকে প্রধানমন্ত্রী মোদী স্বাগত জানান। শিল্প ক্ষেত্রের নেতৃবৃন্দ ভারত সরকারের সংস্কার কর্মসূচির প্রশংসা করেন এবং ভারতে তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন।

সুইডিশ ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীর মতবিনিময়

প্রধানমন্ত্রী মোদী সুইডিশ কোম্পানিগুলির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ভারত ও সুইডেনের বর্তমান অংশীদারিত্ব শুধুই একটা অর্থনৈতিক সম্পর্ক নয়; বরং এটা ধারণা, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং যৌথ সৃজনশীলতার এক মেলবন্ধন। প্রধানমন্ত্রী সংস্কার কার্যক্রম, অভ্যন্তরীণ বাজারের জোরালো চাহিদা, ডিজিটাল গণ পরিকাঠামো, উৎপাদন ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ এবং অত্যাধুনিক পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে ভারতের দ্রুত অর্থনৈতিক রূপান্তরের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি **মেক ইন ইন্ডিয়া**, ন্যাশনাল গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন এবং ন্যাশনাল ক্রিটিক্যাল মিনারেল মিশন-এর মতো উদ্যোগগুলির আওতায় ভারতে সুইডিশ কোম্পানিগুলির কার্যক্রম ও উপস্থিতি আরও বাড়ানোর আহ্বান জানান।

ইউরোপীয় শিল্প বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক

গোথেনবার্গে আয়োজিত ইউরোপীয় শিল্প বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারত ও ইউরোপের মধ্যে ক্রমবর্ধমান কৌশলগত অভিন্নতার ওপর জোর দেন। তিনি ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতির প্রশংসা করেন। বর্তমানে বিনিয়োগ, উদ্ভাবন এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জোর দিয়ে বলেন যে, শক্তিশালী ও স্থিতিস্থাপক সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ভারত ও ইউরোপকে যৌথভাবে কাজ করতে হবে। তিনি ভবিষ্যতের বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভারতের তরুণ ও দক্ষ কর্মীবাহিনীকে একটা বড় শক্তি হিসেবে তুলে ধরেন।

অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে তারা ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের উৎসাহিত করেন। ২০২৬ সালের জুন মাসে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত হতে চলা ‘ইন্ডিয়া ইনোভেটস 2026,’ ইভেন্টে অংশগ্রহণের জন্য ভারত নরওয়েকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এর পাশাপাশি, দুই দেশের মধ্যে একটি স্টার্টআপ ইনোভেশন হাব এবং গ্রিন ইনোভেশন হ্যাকাথন গড়ে তোলার প্রস্তাবও উত্থাপন করা হয়। দুই নেতাই সব ধরণের সন্ত্রাসবাদের তীব্র নিন্দা করেছেন।

ভারত ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যে আলোচনা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী রব জেটেনের সঙ্গে তাঁর সরকারি বাসভবন (ক্যাটসহুইস)-এ বৈঠক করেছেন। দুই প্রধানমন্ত্রী ভারত-নেদারল্যান্ডস সম্পর্ক জোরদার করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। দুই দেশের পারস্পরিক মূল্যবোধ ও

প্রধানমন্ত্রী মোদীকে সম্মাননা সুইডেনের

- সুইডেনে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে, সুইডেনের যুবরাণী ভিক্টোরিয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'রয়্যাল অর্ডার অফ দ্য পোলার স্টার, ডিগ্রি কমান্ডার গ্র্যান্ড ক্রস' উপাধিতে ভূষিত করেছেন।
- এটা সুইডেনের অন্যতম প্রাচীন এবং মর্যাদাপূর্ণ সম্মাননা, যা অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
- এই পুরস্কারটি বিদেশী সরকার প্রধানদের ব্যতিক্রমী জনসেবায় অবদান এবং সুইডেনের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার জন্য সুইডেনের দেওয়া সর্বোচ্চ সম্মান।
- প্রধানমন্ত্রী মোদী এই সম্মাননাটি ভারতের ১৪০ কোটি মানুষকে এবং ভারত ও সুইডেনের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বকে উৎসর্গ করেছেন।

চোল তাম্রলিপি প্রত্যর্পণ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী রব জেটেনের উপস্থিতিতে লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার একাদশ শতাব্দীর চোল তাম্রলিপি ভারত সরকারকে ফেরত দিয়েছে। ২১টি বড় এবং ৩টি ছোট তাম্রলিপি নিয়ে গঠিত এই তাম্রলিপিগুলি একাদশ শতাব্দীতে চোল রাজাদের জারি করা রাজকীয় সনদ। পাতগুলিতে তামিল ও সংস্কৃত ভাষায় লিপি রয়েছে।

আস্থার পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও সহযোগিতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে, নেতারা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে 'কৌশলগত অংশীদারিত্ব' –এর পর্যায়ে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেন। এছাড়া তাঁরা বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, উদীয়মান ও গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি, সামুদ্রিক ক্ষেত্র, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও গভীর করার লক্ষ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্বের জন্য একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের বিষয়েও সম্মত হন। দুই নেতাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও সেমিকন্ডাক্টরের মতো উদীয়মান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সহযোগিতার আহ্বান জানান। দুই প্রধানমন্ত্রী 'মবিলিটি পার্টনারশিপ' এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে গৃহীত নতুন উদ্যোগগুলির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। এই প্রসঙ্গে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এবং গ্রোনিঞ্জেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। আনুষ্ঠানিক আলোচনার পর প্রযুক্তি, সবুজ শক্তি, বাণিজ্য, মবিলিটি, জল ব্যবস্থাপনা, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি – এই ক্ষেত্রগুলিতে ১৪টি সমঝোতা স্মারক (MoUs) স্বাক্ষরিত হয়।

Narendra Modi @narendramodi

Different parts of India are witnessing soaring temperatures and the challenges that come with it. This heat is harsh on all of us and I urge you all to take as many precautions as possible. Please stay hydrated, keep water with you when stepping out. Offer a glass of water to others. In weather like this, such kindness goes a long way.

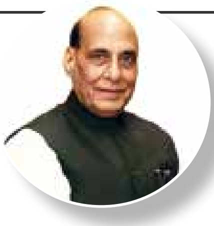

Rajnath Singh @rajnathsingh

डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश, भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है। यहाँ लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है। और भी कई तरह से उत्तर प्रदेश, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मज़बूत कर रहा है।

Amit Shah @AmitShah

BSF के पराक्रम को जन-जन तक पहुँचाने के लिए गुजरात में एक सेंटर बना। यहाँ के फीडबैक फॉर्म पर कई माँओं ने लिखा - हमारे बच्चे BSF में जाएँ तो हमें गर्व होगा।

Nitin Gadkari @nitin_gadkari

For decades, street vendors powered our cities but remained unseen in policy and finance. Under the visionary leadership of Prime Minister Shri @narendramodi Ji, PM SVANidhi has transformed lives—providing identity, collateral-free credit, and digital inclusion.

Jagat Prakash Nadda @JPNadda

NCD स्क्रीनिंग के तहत अब तक 36 करोड़ लोगों की Oral Cancer, 17 करोड़ महिलाओं की Breast Cancer, 9 करोड़ महिलाओं की Cervical Cancer तथा 42-42 करोड़ लोगों की Hypertension और Diabetes के लिए स्क्रीनिंग की जा चुकी है।

Gajendra Singh Shekhawat @gssjodhpur

भारत अब सुपर 'सोलर'-पॉवर भी !

भारत वर्ष 2025 में वार्षिक सोलर क्षमता वृद्धि के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर मार्केट बन गया है। एक ही वर्ष में लगभग 50 GW नई सौर क्षमता जोड़ी गई।

India, Myanmar to boost ties in critical minerals, rare earths

Asian News International
New Delhi

India and Myanmar on Monday agreed to maintain close engagement on matters related to critical minerals and rare earths, with both countries aiming to take bilateral cooperation forward in these strategic sectors.

Foreign Secretary Vikram Misri, in a special briefing on the visit of Myanmar President U Min Aung Hlaing to India, said that issues related to critical minerals and rare earths were discussed between the two sides during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and the Myanmar President.

Prime Minister Narendra Modi with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi on Monday.

"Issues related to critical minerals and rare earths did come up during the discussion today. This has been a subject of bilateral discussion for some time. Today as well, there was an understanding that the two governments will continue to stay in touch on these issues and take forward cooperation in these areas," Misri said.

CAPACITY BUILDING

On defence collaboration, the Foreign Secretary highlighted that India's partnership with Myanmar has largely focused on training, capacity building, and institution strengthening. He noted that the training of Myanmar troops is dedicated to UN Peacekeeping.

"This has been a focus for several years now, and mostly the defence cooperation with Myanmar focuses on training, capacity building and institution building. A very important part of the training is in the context of UN Peacekeeping," Misri said.

'India has emerged as global leader in big cat protection'

Verbatim

'SVANidhi supports lives of countless street vendors'

PRIME MINISTER NARENDRA Modi on Monday said the PM SVANidhi scheme supporting street vendors has transformed the lives of countless hawkers by ensuring access to collateral-free credit, financial inclusion and new opportunities for growth. On completion of six years of the scheme, he said that PM SVANidhi is all about trust, dignity and empowerment.

FE BUREAU & AGENCIES

Preserving cultural heritage govt's top priority, says Modi

EXPRESS NEWS SERVICE @New Delhi

CITING the recent repatriation of ancient Chola-era copper plates from the Netherlands, Prime Minister Narendra Modi on Sunday reiterated his government's commitment to safeguarding India's cultural heritage. Addressing the people during his monthly radio programme Mann Ki Baat, he said the government was making sustained efforts to recover and preserve the country's invaluable historical treasures.

On the return of the ancient copper plates, Modi said, "Recently I had the opportunity to visit the Netherlands in Europe. I attended several meetings there. During this time, a moment arrived that filled every Indian with pride. In a special ceremony held in the Netherlands, ancient copper plates from the Chola period were returned to India."

...marily relate to King Rajendra Chola the first, fulfilling a vow made by his father, King Rajaraja Chola. They mention the donation of the village of Anaimangalam to a Buddhist monastery. These copper plates also describe the achievements of the Chola dynasty and reveal how formidable the Chola Empire's maritime power was."

Expressing his concern over the ongoing heatwave, the PM also urged citizens to take precautions and suggested simple and traditional methods of staying cool during the summer months. During the programme, he spoke about astronomy, interacted with sportspersons and highlighted wildlife conservation efforts.

Touching upon astronomy, the PM said centuries-old observatories still exist across India. "Astronomy has aroused curiosity in every generation in our country. It has inspired exploration; a lot of enthusiasm is visible in today's youth," he said.

Emphasising his government's efforts towards cultural preservation, he asserted, "Our government is continuously making efforts to preserve such priceless heritage sites of India. In this regard, an important discovery has been made in Malhar, Chhattisgarh, under the Gyan Bharatam Abhiyan...

Mann Ki Baat: PM hails sprint icons Gurindervir, Kujur

Urges People To Take Care Amid Heatwaves

Times News Network

PM Modi also praised mango farmers and highlighted growing global exports of the fruit

Mango cultivation special for agri: PM

Manas Pimpalkhare
manas.pimpalkhare@livemint.com
NEW DELHI

Mango cultivation and the farmers involved in it are "very special for the agricultural economy of the country", Prime Minister Narendra Modi said in his monthly radio address 'Mann Ki Baat' on Sunday.

Highlighting the diversity of India's mangoes, Modi said the popular summer season fruit is making its way from the country's villages to... exported. India exported nearly 29,938.40 tonnes of mangoes worth $56.50 million in FY25 to destinations such as the UAE, the US, Kuwait, and Qatar, according to data cited by the Agricultural and Processed Food Product Export Development Authority (Apeda).

The prime minister also spoke on the intense summer conditions being experienced across several parts of the country. He highlighted traditional foods and drinks that can help people...

Modi said the popular summer season fruit is...

আন্তর্জাতিক এমএসএমই দিবস – ২৭ জুন, ২০২৬

এমএসএমই: আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির এক প্রধান স্তম্ভ

ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই) ক্ষেত্র ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটা স্বল্প পুঁজিতে বহু কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে এবং সহায়ক ইউনিট হিসেবে কাজ করে বৃহৎ শিল্পগুলিকে সহায়তা প্রদান করে। এছাড়াও, এটা গ্রামীণ ও অনগ্রসর অঞ্চলে শিল্পায়নকে উৎসাহিত করে। প্রতি বছর ২৭ জুন আন্তর্জাতিক এমএসএম ই দিবস পালিত হয়। ভারত সরকারের এমএসএমই মন্ত্রক – তার বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এই ক্ষেত্রের অগ্রগতিকে ক্রমাগত চালিত করছে...

এমএসএমই: দেশীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালীকরণ

- মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) ৩১ শতাংশের বেশি এবং রপ্তানিতে ৪৮.৫৮ শতাংশ অবদান রাখে এমএসএমই।
- সারা দেশে ৩২.৮ কোটি মানুষের জীবিকা এমএসএমই'র ওপরে নির্ভরশীল। ৭.৯ কোটির বেশি প্রতিষ্ঠানকে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির সঙ্গে একীভূত করা হয়েছে।
- 'GeM', 'TReDS', এবং 'SAMADHAAN'-এর মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এমএসএমইগুলিকে বাজারে প্রবেশাধিকার উন্নত করতে এবং অর্থ পরিশোধ প্রক্রিয়া দ্রুততর করতে সহায়তা করা হচ্ছে।

"আমাদের এমএসএমই ক্ষেত্র ভারতের উৎপাদন ক্ষেত্র এবং শিল্পোন্নয়নের মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করে। ২০২০ সালে, আমরা এমএসএমই'র সংজ্ঞা সংশোধনের এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি – যা ১৪ বছরের ব্যবধানের পর নেওয়া একটা পদক্ষেপ। এই সিদ্ধান্তের ফলে এমএসএমই-গুলির মধ্যে থাকা এই আশঙ্কা কার্যকরভাবে দূর হয় যে, তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করলে সরকারি সুবিধা পাওয়ার সুযোগ বন্ধ হয়ে যাবে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার
পাক্ষিক

RNI NO.: DELENG/2020/78811 JUNE 16-30, 2026

RNI Registered No DELENG/2020/78811 (Publishing Date: June 05, 2026 Pages: 36)

EDITOR IN CHIEF
Dhirendra Ojha
Principal Director General
Press Information Bureau, New Delhi

PUBLISHER:
Kanchan Prasad
Director General, on behalf of
Central Bureau Of Communication

PUBLISHED FROM:
Room No–278, Central Bureau Of Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003